

কিতাবুল ঈমান

প্রাথমিক তাওহীদ শিক্ষা

ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ

كتاب الإيمان

কিতাবুল ঈমান

المؤلف: **عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف**

মূলঃ আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ

অনুবাদঃ শাইখ মুখলিসুর রহমান মানসুর

مكتبة السنة للنشر

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر :مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ
www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট ২০১৭ ঈসায়ী
দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ১০০ (একশত) টাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ইসলামী আক্বীদাহ

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান

ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

রসূলগণের প্রতি ঈমান

আখিরাতের প্রতি ঈমান

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

লেখকের জীবনী

নাম: ডক্টর আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ।

শিক্ষাগত পদবী: অধ্যাপক, মুহাম্মাদ ইবনে সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ, সঊদী আরব। এখানে সহযোগী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান ১৪০৪ হিজরীতে, এরপর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪০৭ হিজরীতে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৪১৪ হিজরীতে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৪২৭ হিজরীতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে উন্নিত হন। অদ্যাবধি তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

জীবন বৃত্তান্ত

জন্ম তারিখ: ১৩৮০ হিজরী। **জন্ম স্থান:** রিয়াদ, সঊদী আরব।

অনার্স: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪০৩/১৪০৪ হিজরীতে দীনের মূলনীতি (আক্বীদাহ) বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত অনার্স শেষ করেন।

বিশেষজ্ঞ: দীনের মূলনীতি বিশেষতঃ আক্বীদাহ ও সমসাময়িক দলসমূহ।

১৪০৭ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আক্বীদাহ এর উপর চমৎকার (৯০ এর উপরে মার্ক) ফলাফল নিয়ে এম, এ, পাশ করেন। ১৪১৪ হিজরীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চমৎকার ফলাফলসহ আক্বীদাহ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১। আক্বীদাহ বিষয়ে বিভিন্ন কিতাব থেকে পাঠ দান। যেমন: কিতাবুত্তাওহীদ, ফাতহুল মাজীদ, হামাবিয়াহ্, আবূদিয়্যাহ্, তাদমুরিয়্যাহ্, লুমআ'তুল ই'তিক্বাদ, আল্লামাহ্ সাবূনী রচিত সালাফগণের আক্বীদাহ, আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়াসহ ইত্যাদি কিতাবের পাঠ দান করেছেন।

২। বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এ ও ডক্টরেট পর্যায়ে আক্বীদাহ বিভাগে সিলেবাস নির্ধারণ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন।

৩। সাথে সঊদী শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধিনে উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস প্রণয়নের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

৪। বেশ কিছু কিতাব ও থিসিসের পরীক্ষক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৫। মাস্টার্স পর্যায়ে বেশ কিছু থিসিসের পরিচালক হিসেবে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

৬। আল্ বায়ান পত্রিকার একজন অন্যতম সদস্য।

ডক্টরেট থিসিসের বিষয়ঃ "নাওয়াকিযুল ঈমান আল্ কওলিইয়্যাহ্ অল্ আমালিইয়্যাহ্" (ঈমান ভঙ্গকারী উক্তি ও কার্যাদি)। এতে তিনি চমৎকার ফলাফলসহ উত্তীর্ণ হন।

মাস্টার্সে থিসিসের বিষয়ঃ "দা-আ'ওয়াল মুনাবিঈনা লি দা'ওয়াতিশ্ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্ ওয়াহ্হাব-উত্থাপন ও খন্ডন"। এখানেও তিনি চমৎকার ফলাফল করেন।

লিখনী খেদমতঃ তিনি প্রায় ত্রিশোর্ধ কিতাব রচনা করেছেন। আল্ রুশ্দ ও মাদারুল অত্বান ছাপানা খানা থেকে এ কিতাবগুলো একাধিকবার ছাপানো হয়েছে। সঊদী দীন মন্ত্রনালয় **"আত তাওহীদ লিন্নাশিয়াহ ওয়াল মুবতাদিঈন"** তথা বক্ষমান বইটি নিজেদের খরচে ছাপিয়ে বিতরণ করেন। আর তা অনেক ভাষাতেও অনুদিত হয়েছে। লেখকের মাস্টার্সের থিসিস "দাআ'ওয়াল মুনাবিঈনা লি দা'ওয়াতিশ্ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্ ওয়াহ্হাব-উত্থাপন ও খন্ডন" বইটি সঊদী ফতোওয়া বোর্ড থেকে ছাপিয়ে বিনামূল্যে ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়। তিনি শতাধিক প্রবন্ধ, অর্ধশতাধিক প্রশ্নোত্তরের মজলিসসহ বিভিন্ন ইসলামী মহা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৩টির বেশী সম্মেলন বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও রয়েছে তার অনেক জ্ঞানগর্ভ ডি.ভি.ডি ও ভিসিডি। যার অধিকাংশগুলো তাক্বওয়াহ্ ইসলামিয়্যাহ্ রেকর্ডিং সেন্টার থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

বি.দ্রঃ বইটিতে ঈমান সংক্রান্ত আলোচনা ব্যাপকতা লাভ করায় আমরা নাম পরিবর্তন করে **'কিতাবুল ঈমান'** রাখলাম। যাতে এদেশের মুসলিম জনগণ উপকৃত হতে পারে। কারণ তারা 'ঈমান' শব্দটির সাথে বেশ পরিচিত।

অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: শাইখ মুখলিসুর রহমান ইবনে মানসূরুর রহ্‌মান মাদানী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: তিনি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর থানাধীন মহেন্দ্র গ্রামে ১৯৮০ সালে এক দীনি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬ বছর বয়সে গ্রামের হেফয খানায় ভর্তি হয়ে মাত্র দুই বছরে ১৩ পারা কুরআন মুখস্থ করেন। ৮ বছর বয়সে উক্ত হেফয খানা বন্দ হয়ে গেলে তিনি পার্শবর্তী মাগুরা প্রাইমারী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সহিত ৫ম শ্রেণী পাশ করেন। অতঃপর ১ বছর আলিয়া মাদরাসাতে লেখাপড়া করত নিজ ছোট চাচা শাইখ আব্দুস সালাম ইবনে আব্বাস মাদানীর সার্বিক সহযোগীতায় ১৯৯২ ইং সালের শুরুতে তিনি ঢাকাস্থ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়াতে ভর্তি হন। উল্লেখ্য এটা বাংলাদেশে ছ্বহীহ আক্বীদাহর কেন্দ্রীয় ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। যা ১৯৭৫ সাল থেকে অদ্যাবধি সঠিক দীনী ইলম শিক্ষার এক সূতিকাগার হিসাবে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে চলেছে। এখানে তিনি দীর্ঘ এগার বছর লেখা পড়া করে ২০০২ ইং সালে কুল্লিয়া বা অনার্স কোর্স সমাপ্ত করেন। এখানে তিনি কুরআন, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীছ, উসূলে হাদীছ, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফিকাহ্ ও ইতিহাসসহ অনান্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদ্বয় শাইখ আহ্‌মাদুল্লাহ্ রাহ্‌মানী ও শাইখ আহ্‌মাদুল্লাহ্ রাহ্‌মানী নাসিরাবাদী, শাইখ মুস্তফা কাসেমীসহ অনেক প্রবীণ ও মাদানী শিক্ষকগণের নিকট হতে শিক্ষা অর্জন করেন। উল্লেখ্য প্রাইমারি, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও অনার্সের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি মমতায তথা এক্সিলেন্ট রেজাল্টসহ কৃতিত্বের সহিত লেখা পড়া সমাপ্ত করেন।

শিক্ষকতা: ছাত্র জীবন থেকেই শিক্ষকতা পেশাকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। সেই সুবাদে লেখা পড়া শেষে দোলেশ্বর ইসলামিয়্যাহ্ মাদরাসাতে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এখানকার সুযোগ সুবিধা ভালো না হওয়ায় তিনি সে চাকুরী ছেড়ে দেন।

খণ্ডকালীন চাকুরী: ২০০২ ইং সাল থেকে ২০০৪ ইং সাল পর্যন্ত অনুবাদক রিভাইভেল অব্ হ্যারিটেজ সোসাইটি কুয়েতের ঢাকা অফিসে দাওয়াহ্ বিভাগের অধীনে মসজিদ ভিজিটরের কাজ করেন। এতে তিনি সারা দেশ

সফরের এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। এখানে তিনি শতাধিক ইমাম ও দাঈর মাসিক রিপোর্ট তদারকিরও দায়িত্ব পালন করেন।

স্কলারশিপ: ২০০৪ ইং সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় সৌদী আরবের স্কলারশিপ লাভ করলে অধ্যায়ন অব্যাহত রাখতে তিনি চাকুরী ছেড়ে মদীনায় চলে আসেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এ ইসলামী বিদ্যাপিঠের দাওয়াহ্ ও দ্বীনির মূলনীতি বিভাগ থেকে ২০০৮ ইং সালে এক্সিলেন্ট রেজাল্টসহ কৃতিত্বের সহিত অনার্স কোর্স সমাপ্ত করেন।

মাস্টার্স সার্টিফিকেট: ২০১০ ইং সালে ঢাকাস্থ দারুল ইহ্সান প্রাইভেট বিশ্ব বিদ্যালয় হতে দাওয়াহ বিষয়ে গোল্ডেন এ প্লাসসহ কৃতিত্বের সহিত এম, এ পাশ করেন।

মূল কর্মজীবন: ২০০৮ ইং সালের শেষের দিকে তিনি রংপুর শহরে অবস্থিত সালাফিয়াহ্ মাদরাসাতে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে খেদমত আঞ্জাম দেন। অধ্যক্ষ শামসুল হক্ব সাহেবের অনুপস্থিতিতে মাদরাসা মসজিদে বেশ কিছু দিন জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন।

দাঈ ইলাল্লাহ্: ২০০৯ সালের শুরুর দিকে সউদী আরবস্থ দাম্মাম ইসলামিক সেন্টার থেকে তার নিকটে দাঈর ভিসা পাঠানো হলে দাওয়াতী কাজে এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে ২০০৯ ইং সালের ১৫ই জানুয়ারী তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর সৌদী আরবে প্রবাস জীবনে পা রাখেন। তখন থেকে তিনি এখানেই কর্মরত রয়েছেন।

দাওয়াতী কাজে অংশ গ্রহণ: দাওয়াতী কাজে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই সুবাদে এ পর্যন্ত ১৫টির অধিক বই অনুবাদ ও সংকলন করেছেন। আল্হামদু লিল্লাহ্ ১২ টি বই ইতিমধ্যে দাম্মাম ইসলামিক সেন্টার থেকে ছাপা হয়েছে। যার অন্যতম একটি বই হল: **কিতাবুত ঈমান**। এ বইটি ছাপানো হয়েছে মাকতাবাতুস সুন্নাহ রাজশাহীর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

বক্তব্য: দীর্ঘ ৭ বছরের দাওয়াতী জীবনে শাইখের প্রায় শতাধিক বক্তব্য রেকর্ড ও ইডিটিং হয়েছে। যা শাইখ মুখলিসুর রহমান নামে ইউটিউবে পাবেন।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দুনিয়াতে সুখে রাখুন এবং পরকালে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

প্রাথমিক কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল ‘আলামীনের জন্য। ছ্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং সকল সাথীবর্গের উপর।

অতঃপর তাওহীদের এ কিতাবটি দলীল প্রমাণসহ স্পষ্ট ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা হয়েছে। এতে তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে। সাথে এ বিষয়ের কিছু শিক্ষনীয় এবং চরিত্রগত দিকও খেয়াল রাখা হয়েছে।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করি তিনি যেন বইটির দ্বারা মুসলিম সমাজকে উপকৃত করেন। ইসলামের জন্য যারা কাজ করেন, তাদের চেষ্টা-শক্তিতে বরকত দেন এবং সকলকে সৎ নিয়্যাত ও সত্যের অনুসরণের তৌফিক দান করেন।

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সকল সাথীবর্গের উপর ছ্বলাত/দু‘আ ও সালাম বর্ষিত হোক।

বিনীত: লেখক

তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই ।

মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল।

আমার রব আল্লাহ তা'আলা।

আমি আমার রবের ইবাদত করি।

আমি আমার রবকে ভালোবাসি।

প্রশ্ন ১: আপনার পালনকর্তা কে?

উত্তর: আমার পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা।

প্রশ্ন ২: কে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন ৩: রাত, দিন এবং চন্দ্র-সূর্য কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা রাত, দিন এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন ৪: আমরা যে যমীনের উপর চলাফেরা করছি তা কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: আমরা যে যমীনের উপর চলাফেরা করছি তা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন ৫: কে সমুদ্রসমূহ সৃষ্টি এবং নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রসমূহ সৃষ্টি এবং নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন।

প্রশ্ন ৬: কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

প্রশ্ন ৭: কে গাছ-পালা সৃষ্টি করত তা থেকে ফল উৎপন্ন করেন ?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা গাছ-পালা সৃষ্টি করত তা থেকে ফল উৎপন্ন করেন।

আমি আল্লাহর ইবাদত করি। আমি আল্লাহকে ভালোবাসি।
আল্লাহ মানুষকে তার ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করা সকল মানুষের উপর ফরয।

প্রশ্ন ১: আপনার দীন কি? উত্তর: আমার দীন ইসলাম।

প্রশ্ন ২: ইসলাম কি (কাকে বলে)?

উত্তর: ইসলাম হলো আল্লাহর একত্ব, তার আনুগত্য এবং তার অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা।

প্রশ্ন ৩: ইসলামের মূল ভিত্তি কি?

উত্তর: ইসলামের মূল ভিত্তি হলো: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল।

প্রশ্ন ৪: আযান শুনে আমরা ছ্বলাত আদায় করি কেন?

উত্তর: কেননা ছ্বলাত হলো ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, তা পালন করা ব্যতীত মানুষ মুসলিম হতে পারে না।

প্রশ্ন ৫: আল্লাহ তা'আলা রসূল হিসাবে আমাদের নিকটে কাকে প্রেরণ করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা রসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নিকটে প্রেরণ করেছেন।

প্রশ্ন ৬: আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল মানুষের নিকটে কেন প্রেরণ করেছেন?

উত্তর: মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের নিকটে প্রেরণ করেছেন।

প্রশ্ন ৭: মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদেরকে কিসের প্রতি আহ্বান করেন?

উত্তর: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করা ও গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও) ইবাদত পরিত্যাগের প্রতি আহ্বান করেন।

তিনটি মূলনীতির পরিচয়

আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী ও রসূল হিসাবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট।[১]

তিনটি মূলনীতি জানা আমাদের জন্য ফরয। তা হলো-

১। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে

২। দীন ইসলাম সম্পর্কে এবং

৩। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

১। আমার প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি সৃষ্টিকর্তা, সারা বিশ্বের মালিক এবং পরিচালনাকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢]

আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সব কিছুর কর্মবিধায়ক *[সূরা আয-যুমার ৩৯:৬২]।*

২। আমার পালনকর্তার নিদর্শন এবং সৃষ্টি জীবের মাধ্যমেআমি তাকে জানব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ **[فصلت: ٣٧]**

তার নিদর্শনের অন্যতম হলো: দিন, রাত, চন্দ্র এবং সূর্য *[সূরা ফুস্‌সিলাত (হা-মীম আস-সাজদা) ৪১:৩৭]।*

৩। আল্লাহ তা'আলা এক-অদ্বিতীয় এবং শরীকহীন সত্য মা'বূদ, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নয়।

---

১. ছহীহ মুসলিম হা/৩৪।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١]

হে মানব সকল তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তার ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার *[সূরা আল বাক্বারা ২:২১]।*

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১ : আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾[الذاريات: ٥٦]

আমি জ্বিন এবং মানুষকে কেবল মাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি *[সূরা আয্ যারিয়াত ৫১:৫৬]।*

প্রশ্ন ২ : আল্লাহর ইবাদত কি?

উত্তর: তার ইবাদত হলো: একত্বের সহিত আল্লাহর আনুগত্য করা [**عبادته توحيده وطاعته**]।

প্রশ্ন ৩ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর অর্থ কি?

উত্তর: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ বা উপাস্য নাই [**لا معبود بحقٍّ إلا الله**]।

দ্বিতীয় মূলনীতি: দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

১। ইসলাম হলো আল্লাহর একত্ব, তার আনুগত্য করত তার অবাধ্য কাজ পরিত্যাগ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء : ١٢]

যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করত ভালো কাজ করে; তার চাইতে দীনের দিক দিয়ে আর কে উত্তম হতে পারে? *[সূরা আন্ নিসা ৪:১২৫]*।

২। ইসলাম সেই দীন যা আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে সকল মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة :٣]

আর সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলামকে আমি তোমাদের দীন মনোনীত করলাম *[সূরা আল্ মায়িদা ৫:৩]*।

৩। ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ, সৌভাগ্য ও সন্তুষ্টির দীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة : ١١٢]

অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে, মূলত তার জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তা নেই *[সূরা আল বাক্বারা ২:১১২]*।

প্রশ্ন ১ : ইসলামের রুকন (স্তম্ভ) কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ইসলামের রুকন (স্তম্ভ) পাঁচটি:

بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

১। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল।

২। ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমযান মাসের সিয়াম পালন করা

৫। আর সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বাইতুল্লাহয় হাজ্জ করা।[২]

তৃতীয় মূলনীতি: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানা ও চেনা।

১। আমার নাবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২। বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন।

৩। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা আমাদের জন্য ফরয।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر : ٧]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা আঁকড়ে ধর এবং যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক *[সূরা আল হাশর ৫৯:৭]।*

---

২. ছ্বহীহ বুখারী হা/৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮, ১৬।

আমাদের আক্বীদাহর মূলনীতি

আমাদের আক্বীদাহর (বিশ্বাসের) মূলনীতি হলো তিনটি:

১। আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা,

২। দীন (ইসলাম) এবং

৩। আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

প্রথম মূলনীতি: আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

১। আমাদের পালনকর্তা হলেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীন সমূহের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأعراف : ٥٤]

তোমাদের রব তো তিনিই যিনি আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন *[সূরা আল আ'রাফ ৭:৫৪]।*

২। আমাদের রব হলেন সেই আল্লাহ যিনি মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين : ٤]

নিশ্চয় মানুষকে আমি সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি *[সূরা আত্‌ত্বীন ৯৫: ৪]।*

৩। আমাদের পালনকর্তা সেই আল্লাহ যিনি সবকিছু পরিচালনা করছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾[السجدة: ٥]

আল্লাহ আসমান হতে যমীন পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করেন *[সূরা আস্ সাজ্দাহ্ ৩২:৫]।*

৪। আল্লাহ তা'আলা জ্বিন এবং মানুষকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات : ٥٦]

আমি জ্বিন এবং মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি *[সূরা আয্ যারিয়াত ৫১:৫৬]।*

৫। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনতে ও তাগুতকে অস্বীকার করতে আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ [البقرة : ٢٥٦]

যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে নিশ্চয় মজবুত রজ্জুকে ধারণ করে *[সূরা আল বাক্বারাহ ২:২৫৬]।*

৬। মজবুত রজ্জু হলো: **لا إله إلا الله** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এর অর্থ: **لا معبود بحق إلا الله** আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই।

দ্বিতীয় মূলনীতি: আমাদের দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

১। আমাদের দীন হলো সেই ইসলাম যা ভিন্ন অন্য কোন দীন আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران : ٨٥]

যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসন্ধান করবে উহা তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না *[সূরা আল ই'মরান ৩:৮৫]।*

২। দীন ইসলামের স্তর তিনটি:

ক) ইসলাম [الإسلام]

খ) ঈমান [والإيمان] ও

গ) ইহসান [والإحسان]।

ক। **ইসলাম [الإسلام]:** একত্বের সহিত আল্লাহর নিকটে আত্ম-সমর্পণ করত তার অনুসরণ করা এবং শির্ক ও তার অনুসারীদের থেকে মুক্ত হওয়া।

খ। ঈমান [الإيمان]: আল্লাহ, তার মালায়িকাগণ (ফেরেশ্‌তা), কিতাবসমূহ, রসূলগণ, কিয়ামত দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

গ। ইহসান [الإحسان]: আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে মনে করবেন নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন।

তৃতীয় মূলনীতি: আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

১। তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশিমী, আল-কুরায়িশী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী।

২। আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীন ইসলাম নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছেন। আমাদেরকে সকল কল্যাণের আদেশ দিয়েছেন এবং সকল প্রকার অকল্যাণ হতে নিষেধ করেছেন।

৩। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও আনুগত্য করা আমাদের সকলের উপর ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب : ٢١]

রসূল এর মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ *[সূরা আল আহ্যাব ৩৩:২১]।*

৪। পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশী ভালোবাসা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে আমাকে তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ থেকে বেশী ভালো না বাসবে।[৩]

তার ভালোবাসা হলো: তার অনুসরণ, অনুকরণ এবং আনুগত্য করা।

---

৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৪

শাহাদাতাইনের অর্থ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই

১। **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ সাক্ষ্য দানের অর্থ হলো:** এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই [**لا معبود بحق إلا الله**]।

২। **ইবাদত [العبادة]:** ঐ সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ যা আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

৩। **ইবাদত অনেক প্রকার:** যেমন- দু'আ, ভয়, ভরসা, ছ্বলাত, আল্লাহর স্মরণ এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদী।

দু'আ করার দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر- ٦٠)

তোমাদের পালনকর্তা বলেন: তোমরা আমার নিকট দু'আ কর, আমি তোমাদের দুআ' কবুল করব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে *[সূরা আল মুমিন/গাফির ৪০:৬০]।*

ভয়ের দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران-175]

অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না। বরং আমাকে (আল্লাহকে) ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও *[সূরা আলি ইমরান ৩:১৭৫]।*

তাওয়াক্কুল বা ভরসার দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]

বস্তুত তোমরা যদি মুমিন হও, তাহলে আল্লাহর উপরই ভরসা করা। *সূরা আল মায়িদা ৫:২৩]।*

ছ্বলাতের দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী-

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم : ٣١]

তোমরা ছ্বলাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত হয়ো না। *[সূরা আর-রূম আয়াত-৩১]।*

যিকির বা আল্লাহ তা'আলার স্মরণের দলীল:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾

হে, মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক স্মরণ কর *[সূরা আল আহ্যাব ৩৩:৪১]।*

পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার দলীল:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ [الأحقاف : ١٥]

আমি মানুষকে স্বীয় পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি *[সূরা আল আহ্ক্বাফ ৪৬:১৫]।*

৪। সকল প্রকার ইবাদত এক, অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর জন্যই করতে হবে। অতএব, যে ব্যক্তি কোন ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের জন্য করবে সে কাফির। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون-١١٧]

আর যে আল্লাহর সাথে অন্য মা'বূদকে ডাকে সে সম্পর্কে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই। তার পালনকর্তার নিকটই তার হিসাব। অবস্থা তো এই যে, নিঃসন্দেহে কাফিররা সফলকাম হবে না *[সূরা আল-মুমিনূন ২৩:১১৭]।*

৫। মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা কেবল তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات : ٥٦]

এবং আমি মানব ও জ্বিন জাতিকে কেবল মাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি *[সূরা আয যারিয়াত ৫১:৫৬]*।

৬। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ইবাদত করবে সে অবশ্যই ব্যাপক উন্নতি, সৌভাগ্য, শান্তি এবং সুন্দর জীবন লাভ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل : ٩٧]

যে মুমিন পুরুষ ও নারী নেক আমল করেছে, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। তারা যে আমল করতো তার বিনিময়ে আমি অবশ্যই তাদেরকে উত্তম পারিশ্রমিক দিয়ে পুরস্কৃত করব *[সূরা আন্ নাহল ১৫: ৯৭]*।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল।

১। শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (شهادة أن محمدا رسول) এর অর্থ: তিনি যে সকল বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, তিনি যা হতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তার দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

২। আমাদের প্রিয় নাবীর নাম: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাইশী। তিনি আরবের সর্বোন্নত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

৩। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল মানুষের নিকটে নাবী ও রসূল হিসেবে প্রেরণ করত সকলের উপর তার আনুগত্য করা ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف : ١٥٨]

আপনি বলে দিন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। *সূরা আল 'আরাফ ৭:১৫৮।*

৪। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় জন্ম গ্রহণ করে সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি মানুষদেরকে তাওহীদ ও এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেন, অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। তিনি মানুষদেরকে ইসলামের অন্যান্য আহকামের ব্যাপারেও আদেশ করেন। যেমনঃ যাকাত, সিয়াম এবং জিহাদ ইত্যাদি। পরিশেষে ৬৩ (তেষট্টি) বছর বয়সে মদীনাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

৫। যে ব্যক্তি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধীতা করবে সে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور : ٦٣]

যারা রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের সতর্ক থাকা উচিত যে, তারা যে কোন বিপদের সম্মুখীন হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে *[সূরা আন্ নুর ২৪:৬৩]।*

৬। যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করবেন তিনি পরিপূর্ণ সৌভাগ্য এবং মহা সফলতা অর্জন করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[آل عمران: ١٣٢]

তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও, যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পার *[সূরা আলি ইমরান ৩:১৩২]।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور : ٥٤]

তোমরা যদি রসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা হেদায়েত-প্রাপ্ত হবে *[সূরা আন নুর ২৪: ৫৪]।*

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ [التوحيد]: তাওহীদ হলো প্রভুত্ব, ইবাদত এবং পরিপূর্ণ নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করা।

তাওহীদের প্রকার: তাওহীদ তিন প্রকার।

১। তাওহীদুর রুবুবিয়াহ [**توحيد الربوبية**] বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব

২। তাওহীদুর উলুহিয়াহ [**توحيد الألوهية**] বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব

৩। তাওহীদুর আসমা ওয়াস সিফাত [**توحيد الأسماء والصفات**] বা নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

১। তাওহীদুর রুবুবিয়াহ বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব:

আর তা হলো আল্লাহর কর্মে তার একত্ব। যেমন: সৃষ্টি করা, রিযিক্ব দেওয়া, সকল কার্যাদি পরিচালনা করা, জীবন-মৃত্যু দেওয়া ইত্যাদী।

আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকারী নেই। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر : ٦٢]

আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর দায়িত্বশীল। *সূরা আয্-যুমার ৩৯: ৬২।*

আল্লাহ ছাড়া কোন রিযিকদাতা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود : ٦]

যমীনে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নেই। *সূরা হুদ ১১:৬।*

আল্লাহ ছাড়া (আসমান যমীনের) কোন পরিচালনাকারী নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة : ٥]

তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কাজ পরিচালিত করেন। *সূরা আস্-সাজদা ৩২: ৫।*

আল্লাহ ছাড়া জীবন ও মৃত্যু দানকারী কেউ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يونس : ٥٦]

তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তীত হবে। *সূরা ইউনুস ১০: ৫৬।*

এপ্রকার তাওহীদ (তাওহীদুর রুবূবিয়াহ) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়কালীন কাফিররাও স্বীকার করতো। কিন্তু এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায়নি। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, আসমানসমূহ্ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ। *সূরা লুক্বমান ৩১: ২৫।*

২। তাওহীদুল উলুহিয়াহ বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব:

আর তা হলো বান্দার ঐ সকল কর্মে আল্লাহর একত্ব, যে সকল কাজের ব্যাপারে তিনি মানুষকে আদেশ দিয়েছেন। অতএব, সকল প্রকার ইবাদত লা-শারীক, এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্যই করতে হবে। যেমন, দু'আ, ভয়, ভরসা, সহযোগিতা কামনা করা এবং আশ্রয় চাওয়া ইত্যাদী। তাই আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করব না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر : ٦٠]

তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। সূরা গাফির (মুমিন) ৪০: ৬০।

আমরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران : ١٧٥]

(শয়তান তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়) অতএব, তাদেরকে ভয় কর না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও। ***সূরা আলি ইমরান ৩:১৭৫।***

আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

বস্তুত তোমরা যদি মুমিন হও, তাহলে তোমরা আল্লাহর উপরই ভরসা কর। ***সূরা আল মায়িদা ৫:২৩।***

আমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি না। তিনি মানুষের ভাষায় বলেন,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة : ٥]

আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। ***সূরা আল ফাতিহা ১:৫।***

আমরা আল্লাহর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾

আপনি বলুন: আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালন কর্তার। *সূরা আন নাস **১১৪:১।***

আর এ প্রকার তাওহীদ (তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ) নিয়েই নাবীগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) আগমন ঘটেছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل : ٣٦]

আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগূত (আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়) থেকে দূরে থাক। ***সূরা আন্ নাহল ১৬:৩৬।***

এ প্রকার তাওহীদকেই কাফিররা প্রাক ও আধুনিক যুগে অস্বীকার করেছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ভাষায় বলেন,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص : ٥]

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছেন? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। সূরা সোয়াদ ৩৮: ৫।

৩। তাওহীদুল আসমা ওয়াছ্ব ছ্বিফাত:

আর তা হলো কুরআন এবং ছ্বহীহ হাদীছে আল্লাহ ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আল্লাহর যে সকল নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তা বাস্তবে ও মূল অর্থে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ্ তা'আলার অনেক নাম রয়েছে। যেমন: আর-রহ্মান (অসীম দয়ালু), আস্-সামী' (সর্বশ্রোতা), আল-বাসীর (সর্বদ্রষ্টা)। আল-আযীয (মহা-পরাক্রমশালী) এবং আল-হাকীম (মহাজ্ঞানী) ইত্যাদী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى : ١١]

কোন বস্তুই তার অনুরূপ নয়। বস্তুত তিনি সব কিছু শুনেন ও দেখেন। *সূরা আশ্ শুরা ৪২:১১।*

কৃতকার্যদের গুণাবলী

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر : ١-٣]

যুগের কৃসম (অথবা আসরের সময়ের কৃসম)। নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষই ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু (তারা ক্ষতির মধ্যে নেই) যারা ঈমান এনেছে, সৎ আমল করেছে, পরস্পর একে অন্যকে সত্য সম্পর্কে সদুপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পর একে অন্যকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে। সূরা আল্-আসর ১০৩:১-৩

অত্র সূরায় আল্লাহ তা'আলা যুগ বা আসরের সময়ের শপথ করে বলেছেন: সকল মানুষ ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে। তবে যারা চারটি গুণে গুণান্বিত তারা ব্যতীত। সে চারটি গুণ হলো-

১। আল-ঈমান [الإيمان]:

আর তা হলো: আল্লাহ তা'আলা, তার নাবী মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

২। সৎকর্ম [العمل الصالح]:

যেমন- ছ্বলাত, যাকাত, সিয়াম, সত্যবাদীতা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদী।

৩। পরস্পরকে সদুপদেশ দেয়া [التواصي بالحق]:

আর তা হলো, মানুষকে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করা এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া।

৪। পরস্পরকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দেয়া [التواصي بالصبر]:

আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা ও রসূলের ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনুগত্যের কাজে অটল থাকা এবং বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণ করা।

তাওহীদ পরিপন্থী ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

১। আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর সর্বপ্রথম যে বিষয় ফরয করেছেন তা হলো- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং ত্বগূতকে অস্বীকার করা। যেমন-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل : ٣٦]

আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগূত (আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়) থেকে দূরে থাক *(সূরা আন্ নাহ্ল ১৬: ৩৬)।*

ত্বগূতের [الطاغوت] অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয় এবং সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

ত্বগূতকে অস্বীকার [الكفر بالطاغوت] করার নিয়ম হলো:

আপনি এ বিশ্বাস রাখবেন যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা বাতিল, তা পরিত্যাগ করত তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন। ত্বগূতকে কাফির বলে জানবেন এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখবেন।

২। শির্ক [الشرك] যা তাওহীদের বিপরীত:

তাওহীদ হলো যাবতীয় ইবাদত এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য করা। শিরক হলো, যে কোন একটি ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করা। যেমন, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহ্বান করা বা ডাকা বা সাজদাহ করা ইত্যাদি।

শির্ক সবচেয়ে বড় ও ক্ষতিকারক গুনাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء : ١١٦]

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন *(সূরা আন নিসা ৪: ১১৬)।*

শির্ক যাবতীয় সৎকর্মকে বাতিল বা ধ্বংস করত চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাওয়া আবশ্যক করে দেয় এবং জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

এটাই হলো আল্লাহর হিদায়েত, তিনি তার বান্দাহদের থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করেন। তারা যদি শির্ক করতো তাহলে তারা যা করতো তা তাদের থেকে সব ব্যর্থ হয়ে যেত *(সূরা আল আন্ আ'ম ৬:৮৮)।*

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾[المائدة : ٧٢]

নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম *(সূরা আল মায়িদা ৫:৭২)।*

৩। কুফরী তাওহীদকে নষ্ট করে:

কুফরী হলো এমন সকল কথা ও কাজ যা তাতে নিপতিত ব্যক্তিকে তাওহীদ ও ঈমান থেকে বের করে দেয়।

কুফরীর উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা অথবা কুরআনের আয়াত বা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة : ٦٥-٦٦]

আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার আয়াত সমূহের সাথে ও তার রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো? তোমরা ওযর পেশ করো না, অবশ্য তোমরাই তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ (*সূরা আত তাওবা ৯:৬৫-৬৬*)।

৪। মুনাফিক্বী (দ্বিমুখিতা) তাওহীদ নষ্ট করেঃ

নিফাক্ব [**النفاق**] হলোঃ মানুষ বাহ্যিকভাবে তাওহীদ ও ঈমান প্রকাশ করবে, কিন্তু তার অন্তরে শির্ক ও কুফরী গোপন রাখবে। নিফাক্ব বা মুনাফিক্বীর উদারণ হলোঃ মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন করে রাখা। যেমন-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة : ٨]

আর মানুষদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তারা মুমিন নয় (*সূরা আল্ বাক্বারা ২:৮*)।

অর্থাৎ তারা মুখে বলে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি কিন্তু বাস্তবে তারা অন্তর থেকে ঈমান আনেনি।

[الإيمان بالله واليوم الآخر]
আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান

পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ [الإيمان باليوم الآخر]:

দৃঢ় এ বিশ্বাস রাখা যে কিয়ামত দিবস অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতএব, আমাদের প্রত্যেকেই এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কবর থেকে উত্থিত করবেন, অতঃপর হিসাব নিয়ে কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। অবশেষে জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের ছয়টি রুকনের (স্তম্ভের) অন্যতম। কেউ এর প্রতি বিশ্বাস না রাখলে তার ঈমান সঠিক হবে না।

আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেঃ

১। পুনরুত্থান ও হাশরে বিশ্বাস [الإيمان بالبعث والحشر]:

তা হলো মৃত ব্যক্তিদেরকে কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত করা, মৃতের শরীরে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া। অতঃপর সকল মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে, আর তাদেরকে পোশাক, জুতা ও খাতনা বিহীন অবস্থায় এক জায়গায় একত্রিত করা হবে।

পুনরুত্থান (البعث) এর প্রমাণঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

তারপর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে এর পরে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারপর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন পুনরায় উঠানো হবে *[সূরা আল মুমিনূন ২৩:১৫-১৬]*।

একত্রিত করার (হাশরের) প্রমাণ:

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

﴿يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرْلا﴾

কিয়ামতের দিন মানুষকে জুতা, পোশাক এবং খাতনা বিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।[৪]

২। হিসাব এবং মীযানে (দাঁড়ি পাল্লা) বিশ্বাস [الإيمان بالحساب والميزان]:

সৃষ্টজীব দুনিয়াতে যে সকল আমল করেছে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সে সকল কর্মের হিসাব নিবেন। অতএব, যে ব্যক্তি তাওহীদপন্থী এবং আল্লাহ তা'আলা ও রসূলের ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসারী হবেন তার হিসাব খুব সহজ হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি শির্ক করে এবং আল্লাহ তা'আলাও রসূলের অবাধ্য হয়ে থাকে তবে তার হিসাব খুব কঠিন হবে। বড় একটা পাল্লায় আমলসমূহ ওজন করা হবে, ভালো আমলগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে, খারাপ আমলগুলো অন্য পাল্লায় রাখা হবে।

যার খারাপ আমলের চেয়ে ভালো আমলের পাল্লা ভারী হবে তিনি জান্নাতী হবেন। অপর দিকে যার ভালো আমলের চেয়ে খারাপ আমলের পাল্লা ভারী হবে সে জাহান্নামী হবে।

হিসাব (الحساب) এর দলীল:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا﴾ [الإنشقاق–٧-١٢]

৪. ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৫৯, তিরমিযী হা/২৪২৩।

অতঃপর যার ডান হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে। অতঃপর অচিরেই তার হিসাব নিকাশ সহজ করা হবে। বস্তুত সে তার পরিবারবর্গের নিকট সন্তুষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু যার আমলনামা তার পিঠের পিছনের দিক থেকে দেয়া হবে। অতঃপর সে অচিরেই মৃত্যুকে ডাকবে এবং সে উত্তপ্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে *[সূরা আল ইনশিক্বাক্ব ৮৪: ৭-১২]।*

মীযান (الميزان) বা মাপ যন্ত্রের দলীল হলোঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء -٤٧]

আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। অতঃপর কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। আমল যদি সরিষা দানা পরিমাণও হয় তাও আমি উপস্থিত করব। বস্তুত হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট *[সূরা আল আম্বিয়া' ২১: ৪৭]।*

৩। জান্নাত ও জাহান্নাম [الجنة والنار]:

জান্নাত হলো চিরস্থায়ী নিয়ামতের স্থান। আল্লাহ তা'আলা মুমিন মুত্তাক্বীগণের জন্য তা প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা তার ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলা খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পছন্দনীয় বস্তুসহ যাবতীয় নিয়ামতসমূহ জমা করে রেখেছেন।

অপর দিকে জাহান্নাম! তা চিরস্থায়ী শাস্তির স্থান। আল্লাহ এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্য কাফিরদের জন্য আল্লাহ তা'আলা এ জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন রকম শাস্তি, যন্ত্রণা এবং দণ্ড যা কোন দিন কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

জান্নাতের দলীল:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾[آل عمران : ١٣٣]

আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা হলো আসমান ও যমীন সমতুল্য। যা মুত্তাক্বীনদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে *[সূরা আলি ইমরান ৩:১৩৩]*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[السجدة : ١٧]

কেউ জানে না তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ (আল্লাহর নিকট) চোখ জুড়ানো কি কি বস্তু গোপন রাখা হয়েছে *[সূরা আস্ সাজদাহ্ ৩২: ১৭]*।

জাহান্নামের দলীল:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾[البقرة : ٢٤]

সুতরাং তোমরা সে আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে *[সূরা আল বাক্বারাহ্ ২:২৪]*। তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾[المزمل:١٢–١٣]

নিশ্চয়ই (তাদের জন্য) আমার নিকটে রয়েছে ভারী শিকল ও প্রজ্জলিত আগুন। আর গলায় আটকানো খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি *[সূরা আল মুয্যাম্মিল ৭৩: ১২-১৩]*।

হে আল্লাহ্ আমরা আপনার নিকটে জান্নাত এবং তার নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজের তাওফীক্ব কামনা করছি। জাহান্নাম এবং তার নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ থেকে আপনার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। আমীন ।

ইসলামী আক্বীদাহ ও তার গুরুত্বের উপরে একটি প্রারম্ভিকা

আক্বীদাহ ও শরী'আতের সমন্বয় হল দীন ইসলাম।

আক্বীদাহ দ্বারা সে সকল বিষয় উদ্দেশ্য: যেগুলো আত্মা সত্যায়ন করে, তাতে অন্তর শান্তি পায় এবং হৃদয়ে এমন বিশ্বাস জন্ম হয় যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয় থাকে না।

শরী'আত (الشريعة) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সে সকল কাজ যা করতে ইসলাম আদেশ দিয়েছে। যেমন, ছ্বলাত, যাকাত, সিয়াম এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি।

ইসলামী আক্বীদাহ/বিশ্বাসের ভিত্তি ৬টি: যথা-

১। আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بِاللهِ)

২। মালাইকা বা ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالملائكة)

৩। কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالكتب)

৪। রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالرسل)

৫। আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان باليوم الآخر)

৬। তাক্বদীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)[৫]

৫. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة : ١٧٧]

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে। বরং বড় সৎ কাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নাবী-রসূলগণের উপর *[সূরা আল বাক্বারা ২:১৭৭]*।

ক্বদরের দলীল হলো আল্লাহর বাণী,

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۞وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر : ٤٩-٥٠]

আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত *[সূরা আল ক্বামার ৫৪: ৪৯-৫০ ।]*।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾ [صحيح مسلم–٨]

জিবরীল আলাইহিস সালাম রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন: ঈমান হলো তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।[৬]

৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ৮

ইসলামী আক্বীদাহর গুরুত্ব

অনেকগুলো বিষয়ের মাধ্যমে ইসলামী আক্বীদাহর গুরুত্ব প্রকাশ পায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১। আমাদের জীবনে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আক্বীদাহ। কেননা, অন্তর যদি তার সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামীনের ইবাদত না করে তবে তা সুখ, শান্তি ও নিয়ামত পাবে না।

২। ইসলামী আক্বীদাহ সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এ জন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তার নিকটে সর্বপ্রথম ইসলামী আক্বীদাহর স্বীকারোক্তি চাওয়া হয়। যেমন-

আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

﴿أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله﴾

মানুষ যতক্ষণ "আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল" এ কথার সাক্ষ্য না দিবে, আমি ততক্ষন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি।[৭]

৩। ইসলামী আক্বীদাহই একমাত্র আক্বীদাহ যা নিরাপত্তা, শান্তি, সুখ এবং আনন্দ কায়েম করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। *সূরা আল বাক্বারা* **২:১১২** *।*

ইসলামী আক্বীদাহই কেবল সুস্থতা ও সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

---

৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২, আবূ দাউদ হা/২৬৪১, তিরমিযী হা/২৬০৮, নাসাঈ হা/৩৯৬৭

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া (পরহেযগারী) অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। ***সূরা আল 'আরাফ ৭: ৯৬।***

৪। ইসলামী আক্বীদাহই পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভ এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء : ١٠٥]

আমি উপদেশের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। ***সূরা আল আম্বিয়া ২১: ১০৫।***

[الإيمان بالله عز وجل]
আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ: আল্লাহর অস্তিত্বকে নিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। প্রভুত্ব, ইবাদত এবং নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে:

১। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা [الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى]।

২। আল্লাহর তা'আলার প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা [الإيمان بربوبية الله تعالى]।

৩। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সত্য ইলাহ্ ও ইবাদতের যোগ্য এ বিশ্বাস রাখা [الإيمان بأُلوهية الله تعالى]।

৪। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস রাখা [الإيمان بأسماء الله وصفاته]।

এ চারটি বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

১। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা [الإيمان بوجود الله تعالى]

ক। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সামান্য সংখ্যক নাস্তিক ব্যতীত কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। প্রত্যেক সৃষ্টি জীবই পূর্ব তা'লীম ছাড়াই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ঈমানের উপর সৃষ্ট। যেমন আমরা আহ্বানকারীদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং প্রার্থনাকারীদের প্রার্থীত বস্তু প্রাপ্তির কথা শুনি ও দেখে থাকি, যা আল্লাহর অস্তিত্বের উপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾[الأنفال: ٩]

তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পালনকর্তার নিকট। তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন *[সূরা আল আন্‌ফাল ৮: ৯]।*

খ। প্রত্যেকেই জানে কোন কিছু সংঘটিত হলে তার সম্পাদনকারী বা সংঘটক থাকা আবশ্যক। অসংখ্য সৃষ্টিজীব এবং প্রতিনিয়ত আমরা দুনিয়াতে যা দেখছি তারও একজন স্রষ্টা দরকার যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তিনিই হলেন আল্লাহ তা'আলা। কেননা স্রষ্টা বিহীন সৃষ্টি আসতে পারেনা। তেমনি এটাও অসম্ভব যে কেউ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করবে, কেননা কোন বস্তু নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور : ٣٥]

তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? *সূরা আত্ তূর ৫২: ৩৪।*

আয়াতের অর্থ: তারা স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্ট হয়নি, আর তারা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করেনি, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তাদের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ তা'আলা।

গ। আসমান, যমীন,চন্দ্র, সূর্য, তারকা এবং গাছ-পালাসহ সুশৃঙ্খল এ দুনিয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে এই পৃথিবীর একজন একক স্রষ্টা রয়েছেন। আর তিনিই হলেন মহান রব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾[النمل-٨٨]

এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। *সূরা আন্ নামল ২৭: ৮৮।*

তারকা ও নক্ষত্র সমূহ নির্দিষ্ট নিয়মে চলা-ফেরা করছে, নিজ কক্ষ পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। প্রত্যেকটি নক্ষত্র নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলে এবং তা কখনও অতিক্রম করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لاَا لشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس : ٤٠]

সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের, প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে। *সূরা ইয়াসীন ৩৬:৪০।*

২। আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস [الإيمان بربوبية الله تعالى]

ক। আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাসের অর্থ: এ কথা স্বীকার করা যে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর পালনকর্তা, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন, উপকার ও ক্ষতি পৌঁছান, সব কিছুই তার, তার হাতে সকল কল্যাণ, তিনি সব কিছু করতে পারেন। এ সকল ক্ষেত্রে তার কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস হলো: দৃঢ় এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র রব বা প্রতিপালক, তার কোন শরীক নেই এবং আল্লাহর কাজে তাকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা। যেমন: এ আক্বীদাহ পোষণ করা যে এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر : ٦٢]

আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। *সূরা আয যুমার ৩৯:৬২।*

তিনিই সকল সৃষ্টিজীবের রিযিক্বদাতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]

আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই (পৃথিবীর সকল জীবের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর)। *সূরা হুদ ১১:৬।*

আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর মালিক। তিনি বলেন,

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة : ١٢٠]

নভোমন্ডল, ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। *সূরা আল মায়িদা ৫:১২০।*

খ। আল্লাহ তা'আলা এককভাবে সকল সৃষ্টিজীবের পালনকর্তা। তিনি বলেন:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। *সূরা আল ফাতিহা ১: ২।*

রব্বুল আলামীনের অর্থ: আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, কল্যাণকারী। বিভিন্ন নিয়ামত ও অনুগ্রহের দ্বারা তিনি তাদেরকে লালন পালন করেন।

গ। আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিজীবকে তার প্রভুত্বের বিশ্বাস দিয়েই সৃষ্টি করেছেন, এমনকি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানার আরবীয় মুশরিকদেরকেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون : ٨٦-٨٩]

বলুন, সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ? অবশ্যই তারা বলবে: আল্লাহর। বলুন, তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে? *সূরা আল মুমিনূন* **২৩:** *৮৬-৮৯।*

আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্বে বিশ্বাস করলেই কেউ মুসলিম হয়ে যায় না। বরং অবশ্যই তাকে আল্লাহর উলুহিয়্যাতে (ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বে) বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কেননা, আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপনের পরও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করেছেন।

ঘ। আসমান-যমীন, গ্রহ-উপগ্রহ, তারকা, গাছ-পালা এবং মানুষ ও জ্বিনসহ সারা বিশ্ব মহান আল্লাহর অনুগত ও অধীনে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران ٨٣]

আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারই অনুগত হবে এবং তার দিকেই ফিরে যাবে। *সূরা আলি ইমরান ৩:৮৩।*

অতএব, কোন সৃষ্টি জীবই আল্লাহর শক্তি ও নির্ধারিত তাক্বদীর হতে বের হতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই হলেন তাদের মালিক, তিনি নিজের হিকমত অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে পরিচালনা করেন। তিনি সকল জীবের সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু তার তৈরী, দরীদ্র এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামীনের নিকটে মুখাপেক্ষী।

ঙ। যখন এটা নিশ্চিত হলো যে আল্লাহ্ তা'আলাই সবকিছুর মালিক তখন জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা নেই। একমাত্র আল্লাহই সারা বিশ্বের পরিচালনাকারী। অতএব, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত একটা পিপিলিকাও নড়ে না।

তাই আমাদের জন্য ওয়াজিব হলো আমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখব, বিপদাপদে তার নিকটেই প্রার্থনা করব, তার উপর ভরসা রাখবো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা এবং মালিক।

৩। আল্লাহর উলূহিয়্যার প্রতি বিশ্বাস [الإيمان بألوهيَّة الله تعالى]

(আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ ও ইবাদতের যোগ্য এ বিশ্বাস রাখা)

ক। ইলাহ (মা'বূদ) হিসেবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ইবাদতের হক্বদার এবং যোগ্য। যেমন, দু'আ, ভয়, ভরসা, সহযোগীতা প্রার্থনা করা, ছালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদী। নিশ্চিতভাবে বান্দার জানা উচিত আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন প্রকৃত মা'বূদ বা ইবাদতের যোগ্য, তার কোন শরীক নেই। অতএব, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ-উপাস্য নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة : ١٦٣]

আর তোমাদের মা'বূদ তো এক-ই মা'বূদ, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনি করুণাময় ও মহান দয়ালু। *সূরা আল বাক্বারা ২:১৬৩।*

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন উপাস্য এবং মা'বূদ হলেন একজন। অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করা এবং তিনি ব্যতীত কারও ইবাদত করা জায়েয নয়।

খ। **আল্লাহর উলূহিয়্যাতে বিশ্বাস:** তা হলো এ কথা স্বীকার করা যে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সত্য মা'বূদ, তার কোন শরীক নেই। ইলাহ্ শব্দের অর্থ মা'লুহ অর্থাৎ ভালোবাসা ও সম্মান সহকারে যার ইবাদত করা হয়। অতএব, উলুহিয়্যাহ্হলো, সকল প্রকার ইবাদতে আল্লাহর একত্ব। তাই আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকি না, তিনি ব্যতীত কাউকে ভয় করি না।

আমরা কেবল তার উপরই ভরসা করি, তাকেই সিজদাহ করি, তার নিকটেই নত হই। সঙ্গত কারণেই আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। এ কথারই প্রমাণ মেলে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ سورة الفاتحة-٥

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। *সূরা আল ফাতিহা ১:৫।*

গ। উলূহিয়্যাহ্ বা ইবাদতে আল্লাহর একত্ব বিশ্বাসের গুরুত্ব:

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে আল্লাহর উলূহিয়্যাতের গুরুত্ব বুঝা যায়:

(১) মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এক অদ্বিতীয়, লাশারীক আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات : ٥٦]

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি। *সূরা আয্-যারিয়াত ৫১:৫৬।*

(২) রসূলগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) এবং আসমানি কিতাবসমূহ প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সত্য মা'বূদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل : ٣٦]

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বগূত থেকে নিরাপদ থাক সূরা আন্ নাহ্ল ১৬:৩৬।

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়্যাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। যেমনঃ আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়েমেনে পাঠান তখন তাকে যে ওসিয়ত করেন তা হলো,

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ

তুমি এমন জাতির নিকটে যাচ্ছ যারা আহ্লে কিতাব। অতএব, তাদেরকে সর্বপ্রথম আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিবে।[৮] অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদতে আল্লাহর একত্বের প্রতি আহ্বান করবে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর অর্থ

ঘ। (لاإله إلاالله) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থঃ জীবনের প্রথম ও শেষে এই মর্যাদাপূর্ণ বাক্য বা কালিমাটি পাঠ ও বিশ্বাস করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এ কালিমার উপর (বিশ্বাস সহকারে) মৃত্যুবরণ করবে তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। নাবী কারীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ-أخرجه مسلم

আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, একথা জানা ও বিশ্বাস করা অবস্থায় যে ব্যক্তি ইন্তেকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [৯]

উপরক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই) এর জ্ঞানার্জন করা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ফরয।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (لاإله الاالله) এর অর্থঃ এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। এখানে আল্লাহ ছাড়া সকলের থেকে উলূহিয়্যাহ্ বা ইবাদতের

৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪৫৮ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯।
৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬।

যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অপর দিকে সকল প্রকার ইবাদতকে একমাত্র লা-শারীক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ইলাহ শব্দের অর্থ: মা'বূদ বা যার ইবাদত করা হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করল, সে তাকে ইলাহ্ বা মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করল। এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তারা বাতিল। আল্লাহ তায়া'লাই একমাত্র ইলাহ। অন্তরসমূহ ভালোবাসা, সম্মান, বিনয়, নম্রতা, ভয়-ভরসা এবং দু'আর মাধ্যমে আল্লাহরই ইবাদত করবে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর অর্থ বাস্তবায়ন ব্যতীত কোন অন্তর খুশী, সুখী ও সৌভাগ্যশীল হতে পারে না। কেননা, কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতেই রয়েছে পূর্ণ সুখ, শান্তি, নিয়ামত এবং সুন্দর জীবন।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর রুকন বা ভিত্তিসমূহ

৬। اركان لاإله الا الله লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ভিত্তিসমূহ:

এ মর্যাদাপূর্ণ কালিমাটির দু'টি রুকন বা ভিত্তি রয়েছে, তা হলোঃ না বোধক এবং হাঁ বোধক (النفي والإثبات)।

প্রথম রুকন: (لاإله) লা-ইলাহা

আর এটা হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতকে অস্বীকার করা, শির্ককে বাতিল হিসাবে বিশ্বাস করা এবং অত্যাবশ্যকভাবে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তা কুফরী বলে জানা।

দ্বিতীয় রুকন: (إِلَّاالله) ইল্লাল্লাহ্

এটা হলো সকল প্রকার ইবাদত এক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং তা কেবলমাত্র আল্লাহর নিমিত্তেই সম্পাদন করা। এর দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة : ٢٥٦]

যারা গোমরাহকারী ত্বগূতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। *সূরা আল বাক্বারা ২:২৫৬।*

এখানে আল্লাহর বাণী: **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ** (যারা গোমরাহ্কারী ত্বগূতদেরকে মানবে না) হলো প্রথম রুকন লা-ইলাহার অর্থ। **وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ** (আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে) দ্বিতীয় রুকনের তথা ইল্লাল্লাহর অর্থ।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলী

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাতটি শর্ত রয়েছে যা একসাথে পাওয়া আবশ্যক। একসাথে সাতটি শর্ত পাওয়া না গেলে তা পাঠকারীর কোন উপকারে আসবে না। **শর্তগুলো নিম্নরূপ:**

১। আল ইলম (العلم): لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿**فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**﴾ (**سورة محمد ١٩**)

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত (সত্য) কোন উপাস্য নেই। *সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯*

২। আল ইয়াকীন-দৃঢ় বিশ্বাস (اليقين): এ কালিমা যে সকল বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া। যদি তাতে সন্দিহান ও দোদুল্যমান হয় তবে এ কালিমা তার উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿**إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا**﴾

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না। *সূরা আল্ হুজরাত ৪৯:১৫।*

৩। আল ক্ববূল-গ্রহণ করা (القبول): এ কালিমা একমাত্র আল্লাহ্ তায়া'লার যে সকল ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত পরিত্যাগ করার প্রমাণ বহন করে তা গ্রহণ করা। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ কালিমা পাঠ করত

এক আল্লাহর ইবাদত গ্রহণ না করে, তাহলে সে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (٣٦)﴾[الصافات]

তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব। *সূরা আস্ সাফ্‌ফাত ৩৭:৩৫-৩৬।*

৪। আল ইনকিয়াদ-বশ্যতা স্বীকার করা (الإنقياد): এ কালিমা যে সকল বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে তা স্বীকার করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [لقمان : ٢٢]

যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে। সূরা লুক্বমান ৩১:২২।

يُسْلِمْ وَجْهَهُ এর অর্থ: স্বীকার করা ও বিনয়ী হওয়া।

الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى হলো: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ যার অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই।

৫। আস সিদক্ব-সত্যবাদীতা (الصدق): তা হলো এ কালিমা সত্যিকার অর্থে অন্তর থেকে পাঠ করা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ﴾

যে ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে অন্তর থেকে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিবেন।[১০]

---

১০. ছ্বহীহ বুখারী হা/১২৮ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩২।

৬। আল ইখলাস-খাঁটি একনিষ্ঠতা (الإخلاص): তা হলো আমলকে সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত করা। ফলে মুখলেস ব্যক্তি এ কালিমা পাঠের মাধ্যমে দুনিয়ার কোন লোভ লালসা করবে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ﴾

নিশ্চয় যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।[১১]

৭। আল মাহাব্বা- ভালোবাসা (المحبة): এ কালিমা ও যে সকল বিষয়ের উপর তা প্রমাণ বহন করে এবং এর প্রতি আমলকারীগণের প্রতি ভালোবাসা থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة : ١٦٥]

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। *সূরা আল বাকারা ২:১৬৫।*

অতএব, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠকারী মুমিনগণ আল্লাহকে খালেসভাবে ভালোবাসেন। আর মুশরিকরা আল্লাহর সাথে তিনি ব্যতীত অন্য মা'বূদদেরকেও ভালোবাসে। আর এটা (আল্লাহর সাথে অন্য মা'বূদকে ভালোবাসা) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর পরিপন্থী ও তা ভঙ্গকারী বিষয়।

---

১১. সহীহ বুখারী ৪২৫, ১১৮৬ ও সহীহ মুসলিম ৩৩।

ইবাদতের অর্থ

চ। (معنى العبادة) ইবাদতের অর্থ: যে সকল প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং তাতে খুশী হন তার সমষ্টিকে ইবাদত বলা হয়। যেমন- আল্লাহ্ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, তার উপর ভরসা করা, তার নিকটে প্রার্থনা করা, ছালাত, যাকাত, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহকে স্মরণ করা, মুনাফিক্ব ও কাফিরদের সাথে জিহাদ করা ইত্যাদি।

ইবাদত অনেক প্রকার: আল্লাহর আনুগত্যমূলক যাবতীয় কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: কুরআন তেলাওয়াত করা, গরীব দুঃখীদের প্রতি দয়া করা, সত্যবাদিতা, আমানত রক্ষা করা এবং সুন্দর কথা। মুমিনের যাবতীয় কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি মুমিন ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করে। বরং আমাদের কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে খায় বা পান করে অথবা ঘুমায় তবে এর বিনিময়ে তাকে সওয়াব দেওয়া হবে।

অতএব, সৎ নিয়ত ও সঠিক ইচ্ছার কারণে এ সকল অভ্যাস ইবাদতে পরিণত হয় এবং এর জন্য সওয়াব দেওয়া হয়। তাই জানা গেল ছালাত, সিয়ামের মত কিছু নির্দিষ্ট নিদর্শনে ইবাদত সীমাবদ্ধ নয়।

ছ। ইবাদতের জন্যই আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুক্বকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾) [(الذاريات-٥٦-٥٨]

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাইনা এবং এটাও চাইনা যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। *সূরা আয্ যারিয়াত ৫১:৫৬-৫৮।*

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, জ্বিন এবং ইনসানকে তিনি কেবলমাত্র তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বান্দার ইবাদতের কোন প্রয়োজন

আল্লাহর নেই। বরং আল্লাহর নিকটে নিজের প্রয়োজন থাকার কারণে বান্দারই তার ইবাদত করা একান্ত আবশ্যক।

শিরক বিহীন এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার প্রয়োজনীয়তা বান্দার পানাহারের প্রয়োজনীয়তা থেকেও বেশী। মানব হৃদয় একবার আল্লাহর ইবাদত ও ইখলাসের (একনিষ্টভাবে তার ইবাদত করা) স্বাদ আসাদন করলে দুনিয়ার কোন বস্তু তার নিকটে এর চাইতে আনন্দদায়ক এবং উত্তম মনে হবে না। আল্লাহর ইবাদতকে বাস্তবায়ন করা ব্যতীত কেউ দুনিয়ার কষ্ট ও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে না।

ইবাদতের রুকন

জ। ইবাদতের রুকন বা ভিত্তিসমূহ [أركان العبادة]:

আল্লাহ তা'আলা যে ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন তা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রুকনের উপর প্রতিষ্ঠিত:

১। পরিপূর্ণ বিনয়-নম্রতা এবং ভয় (كمال الذل والخوف)।

২। পরিপূর্ণ ভালোবাসা (كمال الحبّ)।

অতএব, বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে ইবাদত ফরয করেছেন তাতে তার প্রতি পূর্ণ বিনয়-নম্রতা, ভয়, ভালোবাসা, আগ্রহ এবং আশা থাকা আবশ্যক। ভয় ও বিনয়-নম্রতা ব্যতীত শুধু ভালোবাসা (যেমন, খাদ্য ও সম্পদের ভালোবাসা) ইবাদত হতে পারে না।

তেমনি মহব্বত বা ভালোবাসাবিহীন ভয় ইবাদত নয়, যেমন- হিংস্র জন্তুকে ভয়করা ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। তাই আমলে যখন ভয় ও ভালোবাসা একত্রিত হবে তখনি তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আর ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারও জন্য করা জায়েয নয়।

তাওহীদ ইবাদত ক্ববুলের কারণ

ঝ। তাওহীদ তথা একত্ব ইবাদত ক্ববুলের কারণ:

আল্লাহ তা'আলা যে ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব ব্যতীত তা ইবাদত বলে গৃহিত হবে না। শিরক মিশ্রিত ইবাদত সঠিক নয়। তাওহীদের বাস্তবায়ন এবং ইবাদতে আল্লাহর একত্ব ছাড়া কেউ আল্লাহর ইবাদত করেছে বলা যাবে না। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে তার সাথে অন্যকে শরীক করে সে আল্লাহর ইবাদত করে না।

আল্লাহর নিকটে ইবাদত ক্ববুলের শর্ত হলো, আল্লাহর একত্ব, ইবাদতে আল্লাহর জন্য ইখলাস থাকা, শিরক না করা। সাথে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করতে হবে। অতএব, যেকোন ইবাদত ও আমল আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয় হতে হলে দু'টি শর্ত থাকা আবশ্যক:

১। কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা (এটাই হলো তাওহীদ)

২। আল্লাহ যে সকল আদেশ করেছেন তার মাধ্যমে ইবাদত করা। (আর সেটাই হলো রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য)। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة-١١٢]

হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালন কর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না *[সূরা আল বাক্বারা ২:১১২]*।

أَسْلَمَ وَجْهَه এর অর্থ: তাওহীদের বাস্তবায়ন করত বান্দা তার ইবাদতকে আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠভাবে করে।

وَهُوَ مُحْسِنٌ এর অর্থ: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যকারী।

৫৩। শিরক [الشرك] : ঈমান ও তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়।

কেবলমাত্র এক আল্লাহর উপাস্যে ঈমান আনা এবং সকল ইবাদতে তাকে একক হিসাবে গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। অপর দিকে আল্লাহর নিকটে শির্ক হলো সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা ও মারাত্মক পাপ যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء : ٤٨]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।*সূরা আন নিসা ৪:৪৮।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]

নিশ্চয় আল্লাহ্র সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। *সূরা লুক্বমান ৩১:১৩।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বড় গুনাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

﴿أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ﴾

সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো, তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[১২]

শিরক সকল ভালো আমল নষ্ট ও বাতিল করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজ কর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। *সূরা আল আন্'আম ৬: ৮৮।* শিরক তাতে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

১২. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৪৭৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৬

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৭২।*

শিরকের প্রকারভেদঃ

শিরক দু'প্রকারঃ

(১) বড় শিরক (الشرك الأكبر) ও

(২) ছোট শিরক (الشرك الأصغر)।

নিম্নে উভয় প্রকার শিরকের আলোচনা পেশ করা হলোঃ

১। শির্কে আকবার বা বড় শির্কঃ যে কোন আমল আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য করাই হলো শির্কে আকবার বা বড় শির্ক। অতএব, প্রত্যেক কথা ও কাজ যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন তা তার জন্য করাই হলো তাওহীদ (একত্ব) ও ঈমান। আর তিনি ভিন্ন অন্য কারও জন্য করাই হলো শির্ক ও কুফরী।

এ প্রকার শির্কের উদাহরণঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নিকটে কোন রিযিক্ব বা সুস্থতা কামনা করা, তিনি ভিন্ন অন্যের উপর ভরসা রাখা, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের জন্য সিজদাহ্ করা ইত্যাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر : ٦٠]

এবং তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। *সূরা গাফির/মুমিন ৪০: ৬০* অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة : ٢٣]

আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও *সূরা আল মায়িদা ৫:২৩।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾[النجم: ٦٢]

অতএব আল্লাহকে সিজদাহ্ কর এবং তার ইবাদত কর। *সূরা আন্ নাজম ৫৩: ৬২।*

দু'আ, ভরসা রাখা এবং সিজদাহ্ করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যার আদেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি এসকল ইবাদত আল্লাহর জন্য করবেন তিনি মুমিন ও তাওহীদপন্থী (আস্তিক), আর যে তা গাইরুল্লাহর জন্য করবে সে মুশরিক ও কাফির (নাস্তিক)।

২। শিরকে আসগার বা ছোট শিরক: শিরকে আসগার ঐ সকল কথা বা কাজ যা শির্কে আকবারের (বড় শিরকের) কারণ এবং তাতে পতিত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যেমন: কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা। তা কবরের নিকটে ছ্বলাত আদায় করা অথবা কোন কবরের উপরে মসজিদ তৈরী করার মাধ্যমে হতে পারে। এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম, তা যে করবে তার জন্য রয়েছে অভিশাপ ও আল্লাহর রহমাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার ওয়াদা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَأَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ﴾

ইহুদী এবং নাসারাদের (খ্রিষ্টানদের) উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক, কারণ তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।[১৩]

অতএব, কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা হারাম ও নাজায়েয কাজ। এটা মৃত ব্যক্তির নিকটে চাওয়া ও প্রার্থনার পথ খুলে দেয়। আর মৃত ব্যক্তির নিকটে চাওয়া শির্কে আকবার বা বড় শিরক।

---

১৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩১।

৪। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস [الإيمان بأسماء الله وصفاته]

ক। এ প্রকার তাওহীদ হলো, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে অথবা রাসূলের হাদীছে যে সকল নাম ও গুণাবলী নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা তার সাথে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রেখে সত্যায়ন করা। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তার কোন সাদৃশ্য বা দৃষ্টান্ত নেই। তিনি বলেন,

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى : ١١]

তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। *সূরা আশ শুরা ৪২:১১।*

অতএব, আল্লাহ তা'আলা তার সকল নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে স্বীয় কোন সৃষ্টিজীবের সাদৃশ্য হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আল্লাহ তা'আলার নাম অনেক, তার মধ্যে রয়েছেঃ আর্ রহ্মান (পরম দয়ালু), আল বাসীর (সর্বদ্রষ্টা), আল আযীয (মহা পরাক্রমশালী) ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। *সূরা আল্ ফাতিহা ১: ৩।* অন্য আয়াতে এসেছে,

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। *সূরা আশ-শুরা ৪২: ১১।* তিনি বলেন,

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় *সূরা লুক্বমান ৩১: ৯।*

খ। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার উপকারীতা:

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার কিছু উপকারীতা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। আল্লাহর পরিচয় জানা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ তা'আলাসম্পর্কে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ফলে তার সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তা ও স্রষ্টার ক্ষেত্রে তার তাওহীদ (একত্ব) বৃদ্ধি পাবে।

২। আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ দ্বারা তার প্রশংসা করা। আর এটা উত্তম যিকিরের অন্যতম প্রকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب : ٤١]

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর সূরা আল্ আহ্যাব ৩৩: ৪১।

৩। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তাকে ডাকা ও প্রার্থনা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف : ١٨٠]

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। সূরা আল আ'রাফ ৭:১৮০।

যেমন এমন বলা: হে, আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি, তুমি রায্যাক্ব (রিযিক্বদাতা) সেহেতু তুমি আমাকে রিযিক্ব দাও ইত্যাদি।

৪। দুনিয়াতে সৌভাগ্য ও সুন্দর জীবন।আর পরকালে জান্নাতের নিয়ামত অর্জন করা।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রভাব [آثار الإيمان بالله تعالى]

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সুন্দর প্রভাব রয়েছে। কেননা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণলাভ এবং অকল্যাণ প্রতিহত করা আল্লাহর প্রতি ঈমানেরই ফল।আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কিছু প্রভাব নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের থেকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় জিনিস প্রতিহত করেন। তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতি হতে মুক্ত করেন এবং শত্রুদের চক্রান্ত হতে তাদেরকে হেফাযত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ [الحج-٣٨]

আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। *সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩৮।*

২। ঈমান আনা সুন্দর জীবন, সৌভাগ্য এবং আনন্দের কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل : ٩٧]

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দিব যা তারা করত। *সূরা আন্ নাহ্ল* **১৬: ৯৭।**

৩। ঈমান কুসংস্কার থেকে আত্মাকে পবিত্র করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সঠিকভাবে ঈমান আনে সে তার সকল বিষয়কে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে।

আল্লাহই সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই, তাই সে ব্যক্তি কোন সৃষ্টিজীবকে ভয় করে না। কোন মানুষের সাথে তার অন্তরকে সম্পর্কিত রাখে না, ফলে ঐ ব্যক্তি কুসংস্কার ও সংশয় থেকে মুক্ত থাকে।

৪। ঈমানের অন্যতম প্রভাব হলো: সফলকাম ও কৃতকার্য হওয়া (الفوز والفلاح), প্রার্থিত বস্তু লাভকরা এবং অপছন্দনীয় বস্তু হতে মুক্ত থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة : ٥]

তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম। *সূরা আল বাক্বারা ২: ৫।*

৫। ঈমানের সবচেয়ে বড় প্রভাব হলো (وأعظم آثار الإيمان):

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন (الحصول على مرضاة الله تعالى),
- জান্নাতে প্রবেশ (ودخول الجنة),
- প্রতিদান স্থায়ী নিয়ামত (والفوز بالنعيم المقيم) এবং
- পরিপূর্ণ রহমত লাভের মাধ্যমে কৃতকার্য হওয়া (والرحمة الكاملة)।

ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান [الإيمان بالملائكة]

ক। ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ: ফেরেশ্‌তাগণের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তারাও আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টি, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন অবাধ্য না হয়ে তারা তা সাথে সাথে পালন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ (٢٧) [الأنبياء]

বরং ফেরেশ্‌তাগণ তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারেন না এবং তারা তার আদেশেই কাজ করেন। ***সূরা আম্বিয়া* ২১:২৬-২৭।**

ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১। ফেরেশ্‌তাগণ আছেন এ বিশ্বাস রাখা (الإيمان بوجودهم)।

২। আমরা যে সকল ফেরেশ্‌তার নাম জানি যেমন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। যাদের নাম জানিনা তাদের প্রতি সংক্ষিপ্তাকারে ঈমান রাখা। অর্থাৎ নাম নাজানা ফেরেশ্‌তাগণের অস্তিত্বে সংক্ষেপে বিশ্বাস রাখতে হবে।

৩। ফেরেশ্‌তাগণের যে গুণসমূহ আমরা জানি তা বিশ্বাস করা।

৪। আমাদের জানামতে আল্লাহর আদেশে তারা যে সকল কাজ করেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

যেমন: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করা, ক্লান্তি ও অবসাদ ছাড়া দিন রাত্রি তার ইবাদত করা। ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান আনয়ন ঈমানের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ﴾

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার গ্রন্থসমুহের প্রতি। *সূরা আল বাক্বারা ২:২৮৫।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান সম্পর্কে বলেছেন,

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾

ঈমান হলোঃ আল্লাহ, তার ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, ক্বিয়ামত দিবস এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা।[১৪]

খ। ফেরেশতাগণের গুণাবলীঃ

১। সৃষ্টিগত গুণের মধ্যে রয়েছে যা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেনঃ তারা নূর তথা আলোর তৈরী। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ

ফেরেশ্তাগণকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৫]

২। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ফেরেশ্তাগণকে বিভিন্ন সংখ্যক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فاطر : ١)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি

১৪. ছ্বহীহ্ মুসলিম হা/৮
১৫. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৯৬।

সৃষ্টি মধ্যে যা ইচছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সক্ষম। সূরা আল ফাত্বির ৩৫:১।

৩। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে ছয়শত পাখাসহ দেখেছেন।[১৬]

৪। আল্লাহর শক্তিতে ফেরেশ্তাগণ কখনও মানুষের রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকেন। যেমন, মারইয়াম এর নিকটে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল আলাইহিস সালামকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম ও লুত্ব আলাইহিমাস্ সালামের নিকটে ফেরেশ্তাগণকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন।

৫। ফেরেশ্তাগণ অদৃশ্য জগত (তাদেরকে দেখা যায় না)। তাঁরাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তার ইবাদত করেন। পালনকর্তা বা মা'বূদ হওয়ার কোন যোগ্যতা তাদের মাঝে নেই। বরং তারাই আল্লাহর বান্দা এবং সর্বদা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যে রত রয়েছেন। যেমন-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦]

তারা (ফেরেশ্তাগণ) আল্লাহযা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করেন। *সূরা আত তাহরীম ৬৬:৬।*

গ। ফেরেশ্তাগণের প্রকার ও কাজ:

এ পৃথিবীতে ফেরেশ্তাগণ (আল্লাহর আদেশে) বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। তারা বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। তাদের অন্যতম হলেন:

১। জিব্রীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে তার রসূলগণের নিকটে ওহী নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রাপ্ত।

১৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৮৫৭ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৪।

২। বৃষ্টি ও তা পরিচালনার দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মীকাঈল আলাইহিস সালাম।

৩। সিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশ্‌তা হলেন ইসরাফীল আলাইহিস সালাম।

৪। আত্মাসমূহ কবজের দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মালাকুল মাওত ও তাঁর সহযোগী বৃন্দ।

৫। বান্দার ভালো মন্দ আমলের হেফাযতে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তাগণ। তারা হলেন কিরামান কাতিবীন (সম্মানীত লেখকদ্বয়)।

৬। মুক্বীম, সফর, নিদ্রা অনিদ্রা এবং সর্বাবস্থায় বান্দাদের হিফাযতে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ। তারা হলেন, পর্যবেক্ষণকারীগণ।

৭। আরো রয়েছেনঃ জান্নাত জাহান্নামের প্রহরীগণ, ভ্রাম্যমান ফেরেশ্‌তাগণঃ তারা কল্যাণ ও ইলমের মজলিসের অনুসন্ধানে নিয়োজিত, পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ, একদল ফেরেশ্‌তা রয়েছেন যারা সর্বদা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত রয়েছেন, এতে তারা কোন সময় ক্লান্ত হন না। আল্লাহ তা'আলার সৈন্য সংখ্যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।

ঘ। ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব (آثار الإيمان بالملائكة):

মু'মিনের জীবনে ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান আনার বড় প্রভাব রয়েছে। তার মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলোঃ

১। আল্লাহর বড়ত্ব, শক্তি এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। কেননা, সৃষ্টির বড়ত্ব স্রষ্টার বড়ত্বের উপর প্রমাণ বহন করে। ফলে মু'মিন আল্লাহকে আরো বেশী সম্মান ও মর্যাদা দান করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা আলো থেকে বহু সংখ্যক পাখা বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তাগণকে সৃষ্টি করেছেন।

২। আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকা, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে ফেরেশ্‌তাগণ তার সকল আমল লিপিবদ্ধ করেন সে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে, ফলে সে প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহর অবাধ্য হবে না।

৩। আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য্য ধারণ করা। মু'মিন ব্যক্তি যখন এ বিশ্বাস রাখবে যে বিশাল পৃথিবীতে হাজারও ফেরেশ্‌তা তার সাথে আল্লাহর আনুগত্য করছে তখন সে প্রফুল্লতা এবং আত্ম তৃপ্তি অনুভব করবে।

৪। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদম সন্তানকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার দরুন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা, তিনি এমন কিছু ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করেছেন যারা তাদের হেফাযতে সদা প্রস্তুত রয়েছেন।

৫। যখন কেউ মালাকুল মাওতের কথা স্মরণ করবে তখন সতর্ক হবে যে, এই দুনিয়া ধ্বংসশীল, চিরস্থায়ী নয়। ফলে সে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান [الإيمان بالكتب]

ক। আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাসের অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর কিছু কিতাব রয়েছে, যা তিনি বান্দাদের হেদায়েতের জন্য তার রসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাবগুলো আল্লাহর বাণী যা তিনি নিজে যেভাবে তার জন্য শোভাপায় সেভাবে বলেছেন। এ সকল কিতাবে বিশ্ব মানবতার জন্য উভয় জাগতিক সত্য, আলো এবং পথ নির্দেশনা রয়েছে।

আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১। এ বিশ্বাস রাখা যে আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ (**الإيمان بأن نزولها من عند الله حقاَ**)।

২। আল্লাহ তা'আলা তার যে সকল কিতাবের নাম আমাদেরকে জানিয়েছেন তা বিশ্বাস করা। যেমন,

ক। আল্ কুরআন যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

খ। তাওরাত যা মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল করা হয়েছে

গ। ইন্জীল যা ইসা আলাইহিস সালাম এর উপর এবং

ঘ। যাবুর যা দাউদ আলাইহিস সালাম এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

৩। এ সকল কিতাবের সংবাদগুলোকে সত্যায়ন করা। যেমন: কুরআনের সংবাদসমূহ। আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম রোকন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِوَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء : ١٣٦]

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তার রসূলগণও তার কিতাবসমূহের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলগণের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাব সমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। *সূরা আন নিসা ৪:১৩৬।*

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের, তদীয় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত কিতাব তথা ক্বুরআনুল কারীম এবং ক্বুরআনের পূর্বে নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার আদেশ দিয়েছেন।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ঈমান সম্পর্কে বলেছেন,

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾ (صحيح مسلم-٨)

ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।[১৭]

খ। ক্বুরআনুল কারীমের বিশেষত্বঃ

নিশ্চয় আল ক্বুরআনুল কারীম আল্লাহর বাণী যা আমাদের প্রিয় নাবী ও আদর্শ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই মুমিনগণ এ কিতাবকে সম্মান করত তার বিধানাবলী গ্রহণ, তা তেলাওয়াত এবং ক্বুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণার সর্বাত্বক চেষ্টা করে।

ক্বুরআনের মহত্ব বর্ণনার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তা দুনিয়াতে আমাদের পথ নির্দেশক এবং পরকালে আমাদের নাজাতের কারণ।

ক্বুরআনুল কারীমের অনেক বিশেষত্ব রয়েছে যা ক্বুরআনকে অন্যান্য আসমানী কিতাব থেকে মর্যাদাবান করে তোলে।

---

১৭. সহীহ্ মুসলিম হা/৮।

কুরআনের কিছু বিশেষত্ব নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১। কুরআনুল কারীম স্রষ্টার সকল বিধানের সারসংক্ষেপকে শামিল করে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এক আল্লাহর ইবাদতের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাকে সত্যায়ণ ও দৃঢ় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾[المائدة : ٤٨]

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। *সূরা আল মায়িদা ৫: ৪৮।*

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ এর অর্থ: কুরআনুল কারীম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশুদ্ধ যা রয়েছে তা সত্যায়ন করে।

وَمُهَيْمِنًاعَلَيْهِ এর অর্থ: কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সাক্ষ্যদাতা।

সকল মানুষের জন্য কুরআনকে মজবুতভাবে ধারণ করা ওয়াজিব। সকল সৃষ্টিজীবের উপর কুরআনের আনুগত্য এবং তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। কিন্তু পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো নির্দিষ্ট কওম বা জাতির জন্য ছিল।

আল্লাহ তা'আলা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام : ١٩]

(আপনি বলুন) আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি। *সূরা আল আন্‌আম ৬: ১৯।*

২। পবিত্র কুরআনের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন। তাই পরিবর্তনকারীর হাত এর প্রতি প্রসারিত হয়নি এবং হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[الحجر: ٩]

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। *সূরা আল্ হিজর ১৫: ৯।*

গ। যখন আমরা ক্বুরআনের বিশেষত্ব ও একক বৈশিষ্ট্য জানতে পারলাম তখন জানা দরকার ক্বুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি?

কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। পবিত্র ক্বুরআনুল কারীমকে ভালোবাসা ও সম্মান করা আমাদের উপর ওয়াজিব। কেননা, এটা মহান রব্বুল 'আলামীনের বাণী। সঙ্গত কারণেই তা সর্বাধিক সত্য এবং উত্তম কথা।

২। ক্বুরআন মাজীদ পড়া, এর আয়াত ও সূরাহ্সমূহ নিয়ে গবেষণা করা, ক্বুরআনের নসিহত, সংবাদসমূহ এবং ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

৩। ক্বুরআনের হুকুম-আহ্কাম, আদেশ-নিষেধ এবং শিষ্টাচারগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

উম্মুল মুমিনীন আ'য়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন:

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র ছিল আল্ ক্বুরআন।[১৮]

হাদীছের অর্থ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন ক্বুরআনের বিধিবিধান ও শরী'আতের বাস্তবরূপ। তিনি ক্বুরআনের দিক নির্দেশনাকে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করেছেন। আর এ জন্যই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা আমাদের জন্য আবশ্যক। কেননা, তিনিই হলেন আমাদের প্রত্যেকের জন্য অনুসরণীয় নমুনা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب : ٢١]

১৮. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৬০১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৪৬।

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। *সূরা আল্ আহ্যাব ৩৩:২১।*

ঘ। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিকৃতি হওয়াঃ

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনে সংবাদ দিয়েছেন যে আসমানী কিতাব প্রাপ্ত ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানরা তাদের কিতাবগুলোকে পরিবর্তন করেছে। ফলে পরবর্তীতে আল্লাহর নাযিলকৃত আকৃতিতে আর ফিরে আসেনি।

ইয়াহূদীরা তাওরাতকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করত তার বিধিবিধান নিয়ে খেল-তামাশায় লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء : ٤٦]

কোন কোন ইয়াহূদী তাওরাতের শব্দাবলীকে তার লক্ষ্য থেকে মোড় ঘুড়িয়ে নেয় (এবং মনগড়া অর্থ করে) *সূরা আন নিসা ৪:৪৬।*

এমনিভাবে খ্রিষ্টানেরা তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাব ইন্জীলের বিকৃতি করত তার বিধিবিধানকে পরিবর্তন করেছে।

আল্লাহ তা'আলা খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران : ٧٨]

আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে। যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে। *সূরা আলি ইমরান ৩:৭৮।*

অতএব, বর্তমান বাজারে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের নিকটে যে তাওরাত ও ইন্‌জীল পাওয়া যায় তা মূসা এবং ঈসা আলাইহিমাস্ সালামের উপর নাযিলকৃত তাওরাত ও ইন্‌জীল নয়।

বর্তমানে আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান) নিকটে বিদ্যমান তাওরাত ও ইন্‌জীল বিকৃত আক্বীদাহ (বিশ্বাস), বাতিল সংবাদাদি এবং মিথ্যা ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ।

তাই কুরআন ও সহীহ হাদীছ এ কিতাবদ্বয়ের যা কিছু সত্যায়ন করেছে আমরা তা সত্যায়ন করি। আর ক্বুরআন ও সুন্নাহ্ যা মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছে তাকে মিথ্যা হিসাবে জানি।

৬। আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব:

আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার বেশ কিছু প্রভাব রয়েছে। নিচে কিছু প্রভাব উল্লেখ করা হলো:

১। বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ মনোযোগ, অনুগ্রহ ও পূর্ণ রহমাত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ক্বওম বা জাতির জন্য একটি করে কিতাব নাযিল করেছেন। যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং এই কিতাবের দ্বারাই তাদের উভয় জাগতিক কল্যাণ অর্জিত হবে।

২। শরী'আত প্রবর্তনে আল্লাহর হিকমাত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের অবস্থা ও ব্যক্তি চরিত্রের উপযোগী শরী'আত প্রবর্তন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة : ٤٨]

আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। *সূরা আল মায়িদা ৫:৪৮।*

৩। আসমানী কিতাব নাযিলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা, এ সকল কিতাব দুনিয়া ও আখিরাতে আলো এবং পথ নির্দেশক। সঙ্গত কারণেই এ বড় নিয়ামতের জন্য আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

রসূলগণের প্রতি ঈমান [الإيمان بالرسل]

ক। রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা: রিসালাত মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক। সকল বিষয়ের চেয়ে রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা বেশী। রিসালাত হলো পৃথিবীর আত্মা, আলো এবং জীবন। অতএব, আত্মা, জীবন এবং আলো না থাকলে পৃথিবীতে কি কল্যাণ থাকতে পারে?

রিসালাতের সূর্য ব্যতীত দুনিয়া অন্ধকার। রসূলগণের মাধ্যম ব্যতীত উভয় জাগতিক কল্যাণ ও মুক্তিলাভ এবং ভালো-মন্দের পার্থ্যক্য করার কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা রিসালাতকে রুহ্ বা আত্মা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর আত্মা না থাকলে জীবনও থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [سورة الشورى-٥٢]

এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যাদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। *সূরা আশ্ শুরা ৪২: ৫২।*

রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة : ٢٨٥]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমগণও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার গ্রন্থসমুহের

প্রতি এবং তার রসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তার রসূলগণের মাঝে কোন তারতম্য করি না। *সূরা আল বাক্বারা ২:২৮৫।*

কোন পার্থক্য ব্যতীত সকল নবী ও রসূলগণের উপর ঈমান আনা আবশ্যক তা অত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাই আমরা ইয়াহূদী খ্রিষ্টানদের মত কতক রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং কতক রসূলকে অস্বীকার করি না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান সম্পর্কে বলেছেন,

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾(صحيح مسلم-٨)

ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, ক্বিয়ামত দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।[১৯]

বর্তমানে আধুনিক ও উন্নত নামধারী রাষ্ট্রগুলো যে অশান্তি, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হচ্ছে তা মূলত রিসালাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণেই।

খ। রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থঃ এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতে তাদের মধ্য থেকেই একজন করে রসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে এক-অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেন। রসূলগণ (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) সকলেই সত্যবাদী ও সত্যায়িত। আল্লাহ্ভীরু, বিশ্বস্ত, সঠিক পথ প্রদর্শণকারী এবং হেদায়াত প্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন তা তাঁরা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কোন কিছু গোপন, পরিবর্তন এবং নিজেদের পক্ষ থেকে তাতে কম-বেশী করেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾[النحل: ٣٥]

রসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।*সূরা আন্ নাহল ১৬: ৩৫।*

১৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮।

সকল নাবীগণ স্পষ্ট সত্যের উপর ছিলেন এবং সকলের দাওয়াত ছিল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের প্রতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। ***সূরা আন্ নাহ্ল ১৬:৩৬।***

তবে হালাল-হারামের শাখা প্রশাখায় নাবীগণের (আলাইহিমুস্ ছ্বলাতু ওয়াস্ সালাম) শরী'আতে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة-٤٨)

আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। *সূরা আল্ মায়িদা ৫:৪৮।*

রসূলগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে

প্রথম: এ বিশ্বাস রাখা যে তাদের সকলের রিসালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং সত্য। অতএব, কেউ কোন একজন রাসূলের (আলাইহিমুস্ সালাম) রিসালাতকে অস্বীকার করলে সে যেন সকল নবীর রিসালাতকে অস্বীকার করলো।

দ্বিতীয়: আল্লাহ্ যে সকল নাবীর নাম উল্লেখ করেছেন তাদের প্রতি ঈমান আনা। যেমন: মুহাম্মাদ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং নূহ্ আলাইহিমুস্ সালাম। আর যে সকল নবীর নাম আমরা জানিনা তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত বা মৌলিক ভাবে ঈমান আনতে হবে।

তৃতীয়: রসূলগণের বিশুদ্ধ সংবাদগুলোকে সত্যায়ণ করা।

চতুর্থ: আমাদের নিকটে যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে তার শরী'আত মোতাবেক আমল করা। তিনি হলেন,সর্বোত্তম এবং শেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

গ। নবী ও রসূলের পরিচয়ঃ

নাবীর শাব্দিক অর্থঃ নবী শব্দটি আরবী, যার অর্থ "সংবাদ দাতা"। আরবী নাবাউন শব্দ হতে এর উৎপত্তি। নাবাউন মানে সংবাদ। অতএব নবী হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক। অথবা নবী শব্দটি নাবওয়াতুন হতে এসেছে, আর নাবওয়াহ বলা হয় যমীনের উঁচু অংশকে। অতএব নবী হলেন সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি।

নবীর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ এমন এক স্বাধীন পুরুষ মানুষ যাকে আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াহী পৌঁছানোর জন্য চয়ণ করেছেন।

রসূল শব্দের আভিধানিক অর্থঃ যিনি তাকে পাঠিয়েছেন তিনি তার অনুগত।

রসূলের পারিভাষিক অর্থঃ এমন স্বাধীন পুরুষ মানুষ, আল্লাহ তা'আলা যাকে শরী'আতের মাধ্যমে নবী করে বিরোধী সম্প্রদায়ের নিকটে তা প্রচারের আদেশ দিয়েছেন।

নবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য

রসূল নবী থেকে খাস। অতএব প্রত্যেক রসূল নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল নন। রসূলকে নতুন শরী'আত দিয়ে আল্লাহ দ্রোহী অথবা যারা তার দীন জানেনা তাদের নিকটে তা পৌঁছানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নবীকে পূর্বের শরী'আত মোতাবেক দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ। রসূলগণের গুণাবলী এবং নিদর্শনসমূহঃ

১। রসূলগণের গুণাবলীঃ তারা মানুষ, তাই মানুষের মত তাদেরও পানাহারের প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ [الأنبياء : ٧]

আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। *সূরা আল আম্বিয়া ২১:৭।*

রসূলগণ অন্যান্য মানুষের মত অসুস্থ হন এবং তাদেরও মৃত্যু আসে। তাই রব এবং ইবাদতের দাবিদার হওয়ার ক্ষেত্রে রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) কোন অধিকার নেই।

তবে তারা মানুষের বাহ্যিক সৃষ্টি এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে পরিপূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছেছেন। বংশগত দিক থেকে তারা উত্তম মানুষ এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তারা স্পষ্টভাষী যা তাদেরকে নবূয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তোলে।

মানুষকে রসূল হিসাবে প্রেরণের হিকমত হলো যাতে মানুষেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। ফলে তারা সহজেই রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। (ফেরেশতাকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করা হলে মানুষ তাকে দেখেই ভয় পেত, কেননা তাদের আকৃতি ভিন্ন, তখন বিরুদ্ধবাদীরা বলত মানুষকে কেন রসূল হিসাবে প্রেরণ করা হলো না? তাছাড়া ফেরেশতাকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করলে আরও বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতো)।

২। রসূলগণের অন্যতম গুণ হলো আল্লাহ তা'আলা (অন্য সকল মানুষ বাদ দিয়ে কেবল মাত্র) তাদের নিকটে ওহী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الكهف : ١١٠]

বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। *সূরা আল কাহাফ ১৮:১১০।*

এখান থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের মাঝ থেকে তাদেরকে চয়ণ করেছেন। অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]

আল্লাহ্ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। *সূরা আল আনআ'ম ৬:১২৪।*

রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা প্রচার করেন সে ব্যাপারে তারা নিষ্পাপ। তাই তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাবলীগে এবং তিনি যা দিয়ে তাদেরকে প্রেরণ করেছেন তা বাস্তবায়নে ভুল করেন না।

৩। রসূলদের অন্যতম গুণ হলো সত্যবাদীতা, তাই রসূলগণ তাদের কথা ও কাজে সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس : ٥٢]

রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন। *সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫২।*

৪। রসূলগণের আরেকটি গুণ হলো ধৈর্য্য ধারণ করা। তারা সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী। মানুষদেরকে আল্লাহর দীনের পথে আহ্বান করেন। একাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে তাদের উপর অনেক কষ্ট, নির্যাতন নেমে এসেছে। এতদসত্ত্বেও তারা ধৈর্য্য ধারণ করত আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য কাজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف : ٣٥]

অতএব, আপনি ছ্বুর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী রসূলগণ সবুর করেছেন। *সূরা আল আহ্ক্বাফ ৪৬:৩৫।*

রসূলগণের আলামত বা নিদর্শনসমূহ: আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অকাট্য প্রমাণ এবং স্পষ্ট মু'জিযা (মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়) দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। যা তাদের সত্যতা এবং তাদের নবূয়ত ও রিসালাতের বিশুদ্ধতার উপর প্রমাণ বহন করে। সঙ্গত কারণেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলগণের সত্যতা এবং দৃঢ়তা প্রমাণে তাদের হাতে মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়সমূহ সংঘটিত করেছেন।

রসূলগণের আলামত ও মু'জিযার পরিচয়: তা হলো মানুষের সাধ্যাতীত অলৌকিক বিষয়াবলী যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী ও রসূলগণের হাতে প্রকাশ করেছেন। (অনুরূপ মু'জিযা মানুষ ঘটাতে অপারগ)।

এ সকল মু'জিযা ও নিদর্শনের উদাহরণ: ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তার ক্বওম বা জাতি তাদের বাড়িতে কি খাবে ও কি গুদামজাত করবে তার সংবাদ দেওয়া, মূসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া এবং আমাদের মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া ইত্যাদী।

৬। রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য:

১। রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যাতে তাদের একমাত্র সত্য মা'বূদকে চিনতে পারে এবং রসূলগণ তাদেরকে এক-অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেন। তারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করত তাতে ফাটল সৃষ্টি হতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى : ١٣]

তিনি তোমাদের জন্যে দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহ্‌কে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। *সূরা আশ্ শুরা ৪২:১৩।*

২। আল্লাহ্ রসূল প্রেরণ করেছেন সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শনের জন্য। তিনি বলেন:

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [الكهف : ٥٦]

আমি রসূলগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শন কারীরূপেই প্রেরণ করি। *সূরা আল কাহাফ ১৮: ৫৬।*

রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) সুসংবাদ দেওয়া ও ভয় প্রদর্শন করা উভয় জাগতিক। অনুগতদেরকে তারা দুনিয়াতে সুন্দর জীবনের সুসংবাদ দেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧]

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব সূরা আন্ নাহ্ল ১৬:৯৭।

৩। রসূলগণ অনুগতদের দুনিয়ার শাস্তি এবং ধ্বংসের ভয় প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾

অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত। সূরা (ফুস্‌সিলাত) হা-মীম আস-সাজদা ৪১:১৩।

৪। রসূলগণ অনুগতদেরকে পরকালীন জান্নাত ও তার নিয়ামতের সুসংবাদ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء : ١٣]

যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন। যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। *সূরা আন নিসা ৪:১৩।*

৫। রসূলগণ পাপী ও অবাধ্যদেরকে পরকালে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء : ١٤]

যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। *সূরা আন্ নিসা ৪:১৪।*

৬। সঠিক ও উন্নত চরিত্র এবং বিশুদ্ধ ইবাদতের উত্তম আদর্শ-নমুনা স্থাপনের জন্যও আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে বলেছেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب : ٢١]

যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। সূরা আল আহ্যাব ৩৩:২১।

চ। নাবী ও রসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনা।

১। আমরা বিশ্বাস করি যে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রসূল। তিনি পূর্বের এবং পরের সকল নবী-রসূল ও মানুষদের সর্দার বা নেতা। তিনি সর্বশেষ নাবী, তার পরে আর কোন নাবী আসবেন না।

২। তিনি তার উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব উম্মতের নিকটে সঠিকভাবে পৌঁছিয়েছেন। আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতকে নসিহত করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় সত্য জিহাদ করেছেন।

৩। তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা, তার আদেশকৃত কাজে তার আনুগত্য করা, নিষেধ ও সতর্ককৃত কাজ হতে দূরে থাকা, তাঁর সুন্নাত মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করা এবং অন্যকে বাদ দিয়ে কেবল তার আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب : ٢١]

যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। *সূরা আল আহ্যাব ৩৩:২১।*

৪। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী, সকল মানুষ এবং নিজের আত্মার চেয়ে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশী ভালোবাসা ওয়াজিব।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আমি তোমাদের কারও নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী এবং সকল মানুষ থেকে প্রিয় ও অধিক ভালোবাসার পাত্র না হওয়া পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারবে না।[২০]

৫। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসার সত্যিকার প্রমাণ হলো তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তার আনুগত্য ব্যতীত বাস্তব সৌভাগ্য এবং পূর্ণ হেদায়াত সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

তোমরা যদি তার আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া*সূরা আন্ নূর ২৪:৫৪।*

৬। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা, তাঁর সুন্নাতের আনুগত্য করা এবং তার পথ নির্দেশকে সম্মান করা আমাদের জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء : ٦٥]

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। *সূরা আন্ নিসা ৪:৬৫।*

৭। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করা থেকে সতর্ক থাকা আমাদের জন্য আবশ্যক। কেননা, তাঁর বিরোধিতা করা ফিতনা, পথ ভ্রষ্টতা এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

---

২০. ছ্বহীহ বুখারী ১৫, ছ্বহীহ মুসলিম ৪৪, ইবনে মাজাহ ৬৭, নাসাঈ ৫০১৩।

অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *সূরা আন্ নূর ২৪:৬৩।*

ছ। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

পূর্বের রিসালাতসমূহের তুলনায় রিসালাতে মুহাম্মাদীয়ার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে তার কিছু আমরা নিচে তুলে ধরছি:

১। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়া পূর্বের রিসালাতগুলির সমাপ্তি টেনেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب : ٤٠]

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নাবী। আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত। *সূরা আল্ আহ্যাব ৩৩:৪০।*

২। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়া পূর্বের রিসালাত সমুহের নাসিখ বা রহিতকারী। তাই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ব্যতীত কোন দীন ক্ববুল করবেন না। তার পথ ব্যতীত কেউ জান্নাতে পৌছাতে পারবে না। সঙ্গত কারনেই তিনি হলেন সবচেয়ে মর্যাদাবান রসূল, তার উম্মাত শ্রেষ্ঠ উম্মাত এবং তার শরী'আত হলো পরিপূর্ণ শরী'আত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত। *সূরা আল্ ইমরান ৩:৮৫।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ (صحيح مسلم–١٥٣)

সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আত্মা, এ উম্মাতের যে কোন ব্যক্তি চাই সে ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান হোক আমার কথা শুনার পর আমি যা সহকারে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা গেলে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২১]

৩। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়াহ মানুষ ও জ্বিন উভয় জাতির জন্য।

আল্লাহ তা'আলা জ্বিনদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف : ٣١]

হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। *সূরা আল্ আহ্ক্বাফ ৪৬:৩১।*

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾[سبأ : ٢٨]

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রুপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। *সূরা সাবা ৩৪:২৮।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

﴿فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ﴾ (صحيح مسلم-١٥٣)

ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে আমাকে অন্যান্য নাবীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে:

১। আমাকে অল্প কথায় ব্যপক অর্থ প্রকাশের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে।

২। শত্রুর হৃদয়ে ভয়ের মাধ্যমে আমাকে সহযোগীতা করা হয়েছে।

৩। আমার জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

---

২১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩।

৪। পবিত্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্রকারী ও মাসজিদ করা হয়েছে।

৫। সকল সৃষ্টজীবের নিকটে আমাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। আমার মাধ্যমে নবূয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে।[২২]

জ। রসূলগণের উপর ঈমান আনার প্রভাবঃ

রসূলদের প্রতি ঈমান আনার বড় প্রভাব রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১। বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। কেননা তিনি মানুষদের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁরা তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন এবং তাদের নিকটে ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করেন। কারণ মানুষের জ্ঞান এসব জানার জন্য যথেষ্ট নয়।

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء : ١٠٧]

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (*সূরা আল্ আম্বিয়া ২১:১০৭)।*

২। এই বড় নিয়ামতের দরুন মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

৩। রসূলগণকে (আলাইহিমুস্ সলাতু ওয়াস্ সালাম) ভালোবাসা, তাঁদেরকে সম্মান করা এবং তাঁদের উপযুক্ত প্রশংসা করা। কেননা, তাঁরা আল্লাহর ইবাদত করেছেন, রিসালাত পৌঁছানো এবং বান্দাদেরকে নসিহতের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

৪। রসূলগণ আলাইহিমুস্ সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রিসালাত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করত সে অনুযায়ী আমল করা। এর মাধ্যমে মুমিনগণ তাদের জীবনে কল্যাণ ও হিদায়াত লাভ করবেন এবং উভয় জগতে সৌভাগ্যবান হবেন।

---

২২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه : ١٢٣-١٢٤]

(এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে), তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব (*সূরা ত্বহা ২০:১২৩-১২৪*)।

আখিরাতের প্রতি ঈমান [الإيمان باليوم الآخر]

[معنى الإيمان باليوم الآخر]

আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ

ক। **শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ:** ক্বিয়ামত আসবে নিশ্চিতভাবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং তার জন্য আমল করা। ক্বিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত আলামতসমূহের প্রতি বিশ্বাসও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

১। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ক্ববরের পরীক্ষা, আযাব, নিয়ামত

২। সিঙ্গায় ফুৎকার, ক্ববর হতে সৃষ্টি জীবসমূহের বহির্গমন

৩। ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা, হাশরের ময়দান ও আমলনামাসমূহ উন্মুক্তকরণ

৪। মীযান বা দাঁড়ি পাল্লা স্থাপন

৫। পূলসিরাত, হাউযে কাওসার, শাফায়াত

৬। জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ যার সর্বোচ্চ হলো আল্লাহর দর্শন

৭। জাহান্নাম ও তার শাস্তি যার কঠিনতম শাস্তি হলো আল্লাহর দর্শন হতে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি। এসব কিছু ক্বিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনে এ রুকনের গুরুত্ব ও হিক্‌মাত

খ। কুরআনে এ রুকনের গুরুত্ব ও হিক্‌মাত:

ক্বুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে ক্বিয়ামত দিবসের উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি স্থানে কুরআন এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, উপযুক্ত স্থানে এর প্রতি সতর্ক করেছে। আরবী ভাষার ব্যাকরণিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। কুরআনে এ দিবসের প্রতি গুরুত্বের নমুনা হলো, অনেক স্থানেই এ দিবসের প্রতি ঈমানকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة : ٢٣٢]

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধা প্রদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। *সূরা আল বাক্বারা ২:২৩২।*

১। ক্বুরআনুল কারীমে ক্বিয়ামতের অনেক আলোচনা এসেছে। এমনকি ক্বুরআনের প্রায় প্রতিটি পাতায় আপনি ক্বিয়ামত দিবস এবং তার বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা পাবেন।

২। ক্বিয়ামত দিবসের গুরুত্বের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ এ দিবসকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। যা এ দিবস সংঘটিত হওয়ার উপর দৃঢ় প্রমাণ বহন করে। যেমন- আল্ হাক্বক্বাহ (الحاقة), আল্ ওয়াক্বিয়াহ (الواقعة) এবং ক্বিয়ামাহ (القيامة) ইত্যাদি।

৩। ক্বিয়ামতের কিছু নাম এমন রয়েছে যা তাতে সংঘটিত বিভীষিকার উপর প্রমাণ বহন করে। যেমন, আল্ গাশিয়াহ (الغاشية), আত্বম্মাহ (الطامة), আস্সক্ষাহ (الصاخَّة) এবং আল্ ক্বারিয়াহ (القارعة)।

ক্বুরআনে বর্ণিত ক্বিয়ামত দিবসের আরো কিছু নাম: ইয়াওমুদ্দীন (يوم الدين), ইয়াওমুল হিসাব (يوم الحساب), ইয়াওমুল জাম্'আহ (يوم الجمعة),

ইয়াওমুল খুলূদ (يوم الخلود), ইয়াওমুল খুরূজ (يوم الخروج), ইয়াওমুল হাসরাহ্ (يوم الحسرة) এবং ইয়াওমুত্তানাদ (يوم التناد)।

৪। ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনার অধিক গুরুত্ব দেয়ার হিকমত হলোঃ মানুষের দিকনির্দেশনা, সৎকর্মে তাদের ধারাবাহিকতা এবং তাক্বওয়ার (আল্লাহর ভয়) ক্ষেত্রে এ দিবসের প্রতি ঈমানের বড় প্রভাব রয়েছে।

৫। ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান ও সৎ আমলকে এক সাথে উল্লেখ করার কুরআনিক নীতি এ হিক্‌মতের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة :١٨]

নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে সলাত ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *সূরা আত্ তাওবা ৯:১৮।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [الأنعام : ٩٢]

এ কুরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ন করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা স্বীয় সলাত সংরক্ষণ করে। *সূরা আল্ আন্‌আম ৬:৯২।*

৬। সম্ভবত ক্বিয়ামত দিবসকে বেশী উল্লেখের কারণ হলো, দুনিয়ার টান ও তার সম্পদের মোহে মানুষ এ দিবসকে বেশী ভুলে এ সম্পর্কে অসতর্ক থাকে। তাই এ দিবস ও তাতে উল্লেখিত শাস্তি-নিয়ামতের প্রতি ঈমান দুনিয়ার প্রতি অতিরঞ্জিত ভালোবাসা কমিয়ে ভালো কাজে প্রতিযোগীতার আগ্রহ যোগাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾[التوبة : ٣٨]

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। *সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯:৩৮।*

৭। আল্লাহর উপর ঈমানের পর শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত কোন জিনিস মানুষকে দুনিয়ার মোহ্ বা ভালোবাসা থেকে ফিরাতে পারে না। যখন কেউ বিশ্বাস করবে সকল সম্পদ ধ্বংসশীল তখন আল্লাহর আনুগত্য ও হুকুম পালনে আগ্রহী হবে। দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে বিশ্বাস করবে যে দুনিয়ার সম্পদের পরিবর্তে তাকে পরকালে উচ্চ ও স্থায়ী নিয়ামত দেয়া হবে। সাথে এ বিশ্বাসও রাখবে যে, দুনিয়ার জীবনে পার্থিব সম্পদের মোহে আল্লাহর সীমা অতিক্রম করলে পরকালে তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৮। মানুষ যখন শেষ দিবস বা পরকালে বিশ্বাস করবে তখন সে নিশ্চিত হবে যে দুনিয়ার কোন নিয়ামতই পরকালের নিয়ামতের সাথে তুলনা করা যায় না। অপর দিকে ক্বিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস না রাখা এবং আল্লাহর রাস্তায় দুনিয়ায় পাওয়া শাস্তির সাথে পরকালের শাস্তির কোন তুলনা হয় না। আবার পরকালে বিশ্বাস এবং দুনিয়াতে আল্লাহর পথে কষ্টের জন্য পরকালে যে নিয়ামত দেওয়া হবে তার সাথে দুনিয়ার কোন নিয়ামতের তুলনা হয় না।

ক্ববরের পরীক্ষা [فتنه القبر]

গ। ক্ববরের পরীক্ষা [فتنه القبر]: আমরা মৃত্যুকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة : ١١]

বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। *সূরা আস্ সাজ্‌দাহ্ ৩২:১১।*

এটা প্রমাণিত বিষয় যা কারো অজানা নয়, এতে কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই। আমরা বিশ্বাস করি যারাই মৃত্যুবরণ করে বা তাকে হত্যা করা হয় অথবা যে কোন কারণে তার মৃত্যু হোক না কেন তা তার নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাওয়ার কারণেই। মানুষের নির্দিষ্ট সময় হতে কোন কিছু কম করা হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে। *সূরা আল্ আ'রাফ ৭:৩৪।*

আমরা ক্ববরের ফিৎনা বা পরীক্ষায় বিশ্বাস করি [ونؤمن بفتنة القبر]

তা হলো দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে তার রব [**مَنْ رَبُّكَ**], দীন ইসলাম [**وَمَادِينُكَ**] এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [**وَمَنْ نَبِيُّكَ**] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[২৩]

১। ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত কথার উপর দৃঢ় রাখবেন ফলে মুমিন ব্যক্তি বলবেন: আমার রব আল্লাহ তা'আলা, আমার দীন ইসলাম এবং আমার নাবী হলেন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২। আর অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ্ পথ ভ্রষ্ট করবেন, ফলে কাফির ব্যক্তি বলবে: হায় !হায় ! আমি কিছু জানি না।

৩। মুনাফিক্ব বা সন্দিহান ব্যক্তি বলবে: আমি জানি না, মানুষদেরকে কিছু বলতে শুনেছিলাম আমি তাই বলেছিলাম ।

---

২৩. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩১২০, আবূ দাউদ হা/৪৭৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৬৭৮, মিশকাতুল মাসাবিহ ১৩১, ১৬৩০।

আমরা ক্ববরের আযাব ও নিয়ামতে (শান্তিতে) বিশ্বাস করি। ক্ববরের আযাব হবে অত্যাচারী কাফির ও মুনাফেক্বদের।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام : ٩٣]

যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তার আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে। *সূরা আল্ আন্'আম ৬:৯৩।*

আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের পরিবার সম্পর্কে বলেন,

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر : ٤٦]

সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। *সূরা আল-মুমিন ২৩: ৪৬।*

যাইদ বিন সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

﴿إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ﴾ (مسلم-٢٨٦٧)

এ উম্মত ক্ববরে পরীক্ষিত হবে, যদি তোমরা দাফন করা ছেড়ে না দিতে তবে আমি ক্ববরের আযাবের যে শব্দ শুনতে পাই তোমাদেরকেও তা শোনার জন্য আল্লাহর নিকটে অবশ্যই দু'আ করতাম। এরপর তিনি আমাদের মুখোমুখি হয়ে

বললেন: তোমরা জাহান্নামের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর, তারা বললেন: আমরা আল্লাহর নিকটে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর বললেন: তোমরা ক্ববরের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা কর, তারা বললেন: আমরা আল্লাহর নিকটে ক্ববরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৪]

অপর দিকে ক্ববরের নিয়ামত সত্যবাদী মুমিনদের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت : ٣٠]

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। *সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ৪১:৩০।*

অন্যত্রে মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ۞ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ۞ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾ [الواقعة : ٨٣–٨٩]

অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।এবং তোমরা তাকিয়ে থাক,তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না।যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়;তবে তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নিয়া'মতে ভরা উদ্যান। *সূরা আল্ ওয়াক্বিয়া ৫৬: ৮৩-৮৯।*

বারা বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মুমিনের ব্যাপারে বলেছেন: যে দুই ফেরেশ্তার প্রশ্নের উত্তর দেয়,

২৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৭।

﴿فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ﴾ (مسند أحمد- ١٨٥٣٤)

(যখন মুমিন ব্যক্তি ফেরেশ্‌তার প্রশ্নের উত্তর দিবে) তখন আসমানে একজন আহ্বানকারী জোর আওয়াজে বলবেঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ফলে তার নিকটে জান্নাতের রহমত (আরাম আয়েশ), সুগন্ধি আসতে থাকবে এবং দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার ক্ববর প্রশস্ত করা হবে।[২৫]

ক্ববরের আযাব এবং দুই ফেরেশ্‌তার প্রশ্নোত্তর সাব্যস্তে মুতাওয়াতির সূত্রে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক হাদীছ পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আযাবের যোগ্য সে কবরে শাস্তি ভোগ করবে আর যে নিয়ামতের যোগ্য সে কবরে শান্তিলাভ করবে। অতএব, তা সাব্যস্তের আক্বীদাহ পোষণ এবং তার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। ক্ববরের শাস্তি-শান্তির ধরনের ব্যাপারে আমাদের কথা বলার অধিকার নেই। এ ব্যাপারে কথা বলা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। কেননা, এ বিষয়ে তার সাথে কোন অঙ্গিকার করা হয়নি এবং এটা দুনিয়ার কোন বিষয় না। ক্ববরের অবস্থা গায়েবী (অদৃশ্য) বিষয় যা অনুভূতি দিয়ে অনুমান করা সম্ভব নয়।

যদি তা অনুভূতি দিয়ে জানা যেত তবে গায়েবের (অদৃশ্যের) প্রতি বিশ্বাসের কোন লাভ বা তাৎপর্য থাকতো না। মানুষকে ইবাদতের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার হিক্‌মত শেষ হয়ে যেত। মানুষেরা ক্ববরের শাস্তি অনুভব করতে পারলে দাফন করা বন্ধ করে দিত। যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ

---

২৫. ছ্বহীহঃ মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৫৩৪।

যদি তোমরা দাফন করা বন্ধ না করে দিতে তবে আমি ক্ববরের যে আযাব শুনতে পাই তা তোমাদেরকে শুনানোর জন্য আল্লাহর নিকটে অবশ্যই দু'আ করতাম।[২৬]

আর যেহেতু এই হিকমত পশু-পাখির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাই তারা ক্ববরের আযাব শুনতে ও অনুভব করতে পারে।

ক্বিয়ামতের আলামত [أشراط الساعة]

ঘ। ক্বিয়ামতের আলামত [أشراط الساعة] : ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। ক্বিয়ামত আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এর নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। তিনি এ বিষয়টি সকল মানুষ থেকে গোপন রেখেছেন। তিনি বলেন:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف : ١٨٧]

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না। *সূরা আল্ আ'রাফ ৭:১৮৭।*

ক্বিয়ামতের আলামত, সঙ্কেত ও নিদর্শন সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ সূত্রে পাওয়া যায় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের কিছু ছোট আলামতের সংবাদ

২৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৭।

দিয়েছেন। যার অধিকাংশ মানুষের দুর্নীতি, পারস্পারিক গোলযোগ এবং আল্লাহর সঠিক পথ থেকে তাদের পদস্খলনের সাথে সম্পৃক্ত।

ক্বিয়ামতের কিছু ছোট আলামত জিবরীল আলাইহিস সালাম এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন এ ব্যাপারে প্রশ্নকৃত প্রশ্নকারী থেকে অধিক জ্ঞাত নন। জিবরীল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, তাহলে এর আলামত বা নিদর্শন সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন?

তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

﴿قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ﴾

দাসী তার মালিককে জন্ম দিবে (মায়ের সাথে ছেলে মেয়েরা দাসীর মতো আচরণ করবে বা যুদ্ধ বিগ্রহ বেশী হওয়ার কারণে সন্তান ও পিতা-মাতার খোঁজ থাকবে না, ফলে সন্তানেরা মায়ের মালিক হবে), জুতা ও বস্ত্রহীন গরীব ছাগল চারণকারীরা বাড়ি বা বিল্ডিং নিয়ে একে অপরের উপর গর্ব করবে।[২৭]

এক ব্যক্তি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:

﴿إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ﴾(صحيح البخاري-٦٤٩٦)

যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সাহাবী বললেন: কিভাবে আমানত নষ্ট হবে? রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যখন অযোগ্য ব্যক্তিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর।[২৮]

২৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮।
২৮. ছহীহ বুখারী হা/৬৪৯৬।

ক্বিয়ামতের বড় আলামত বা নিদর্শনসমূহ [وأما العلامات الكبرى]

এটা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সেই আলামতসমূহ যার পরেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। আর তা কর্তিত পুঁতির মালার (কাঠির) ন্যায় ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকবে। ছহীহ হাদীছে এরূপ দশটি আলামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হুযাইফাহ বিন উসাইদ্ আল্ গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বর্ণিত হাদীছে এসেছে তিনি বলেন:

﴿اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ﴾ (صحيح مسلم-٢٩٠١)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের উপর উঁকি মেরে দেখলেন আমরা পরস্পর কোন বিষয়ে আলোচনা করছি। তিনি বললেন: তোমরা কি আলোচনা করছো? তাঁরা বললেন: আমরা ক্বিয়ামতের আলোচনা করছি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: দশটি আলামত দেখার আগে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর সেগুলো হলো:

১। ধোঁয়া

২। দাজ্জাল

৩। দাব্বাহ্ (চতুষ্পদ জন্তুর বহির্গমন)

৪। পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্য উদিত হওয়া

৫। ঈসা বিন মারইয়ামের অবতরণ

৬। ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়া

৭-৯। তিনটি ভূমি ধস: প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে এবং আরব উপদ্বীপে

১০। আর সর্বশেষে ইয়ামান থেকে এক আগুন বের হবে যা মানুষদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।[২৯]

উদাহরণ স্বরূপ আমরা কিয়ামতের একটি বড় আলামত সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ্। আর সে আলামতটি হলো:

দাজ্জালের প্রকাশ

দাজ্জাল হলো কুফরী, পথ ভ্রষ্টতা এবং ফিতনার মূল। সকল নাবী আলাইহিমুস্ সালাম নিজ নিজ উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। নাবীগণ তাদের উম্মতের নিকট দাজ্জালের সকল গুণাগুণ এবং আলামত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ব্যাপারে তার উম্মতকে এমনভাবে সতর্ক ও তার আলামত বর্ণনা করেছেন যা চক্ষুস্মান ব্যক্তির নিকটে গোপন থাকতে পারে না।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন:

﴿مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر﴾ (صحيح مسلم–٢٩٣٣)

প্রত্যেক নাবী তার উম্মতকে এক চোখ কানা দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেছেন। জেনে রেখো দাজ্জালের এক চোখ কানা। কিন্তু তোমাদের রব (পালনকর্তা) কানা নয়। আর দাজ্জালের দু'চোখের মাঝে (কপালে) কাফ; ফা; র; তথা কাফির লেখা থাকবে।[৩০]

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنْ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ﴾ (صحيح البخاري:٣٣٣٨)

---

২৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০১।
৩০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৩৩।

আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সেই হাদীছ বলব না যা প্রত্যেক নাবী তার জাতিকে বলেছেন? দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাহামের অনুরূপ জান্নাত-জাহান্নাম থাকবে। দাজ্জাল যেটাকে জান্নাত বলবে সেটা মূলত জাহান্নাম। আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি, যেমন নূহ্আলাইহিস সালাম তার জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।[৩১]

ইল্‌ম (জ্ঞান) ও আমল ব্যাতীত দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

ইল্‌ম হলো: এ জ্ঞান থাকা যে দাজ্জাল শরীর বিশিষ্ট খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে। তার অপূর্ণতা হলো এক চোখ কানা হবে। তার উভয় চোখের মাঝে (কপালে) কাফির লেখা থাকবে।

আমল হলো: প্রত্যেক ছালাতের শেষ তাশাহুদে আল্লাহর নিকটে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সূরা আল্ কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করা। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ﴾ (صحيح مسلم– ٨٠٩)

যে ব্যক্তি সূরাহ্ আল্ কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করল সে দাজ্জাল থেকে মুক্তি পাবে।[৩২]

পুনরুত্থান [البعث]

৬। **পুনরুত্থান [البعث]:** কুরআন, সুন্নাহ্, মানুষের জ্ঞান ও অবিকৃত মন-মানসিকতা পুনরুত্থানে বিশ্বাসের প্রমাণ বহণ করে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কবরস্থিতদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ববর হতে পুরুত্থান করবেন। প্রত্যেক শরীরে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং সকল মানুষ আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে।

---

৩১. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৩৮।
৩২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮০৯।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥-١٦]

এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। *[সূরা আল্ মুমিনূন ২৩:১৫-১৬]।*

নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

(يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا)

ক্বিয়ামতের দিন মানুষদেরকে জুতা, বস্ত্র ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে।[৩৩]

সকল মুসলমানগণ পুনরুত্থান সাব্যস্তে ঐক্যমত, বাস্তবতার চাহিদাও তাই। কেননা, হিক্মত তো এটাই চায় যে আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টিজীবের জন্য একটা প্রত্যাবর্তনস্থল করবেন যাতে তিনি তাদেরকে রসূলদের মাধ্যমে দেওয়া দায়িত্বের প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون : ١١٥]

তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? *[সূরা আল মুমিনূন ২৩: ১১৫]।*

অসম্ভব মনে করে কাফিররা মৃত্যু পরবর্তী পূনুরুত্থানকে অস্বীকার করে। এ ধারণা ভুল, শরী‘আত, অনুভূতি এবং জ্ঞান এ ধারণার বাতিল হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। শরী‘আতের দলীল: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن :٧]

কাফিররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে। আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। *[সূরা আত্ তাগাবুন ৬৪: ৭]।* অন্য স্থানে মহান রব্বুল ‘আলামীন বলেন,

---

৩৩. ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৫৯, তিরমিযী হা/২৪২৩।

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ : ٣]

কাফিররা বলে আমাদের উপর ক্বিয়ামত আসবে না। বলুন: কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ-অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তার আগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ-সব কিছু আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। *[সূরা সাবা ৩৪: ৩]।*

পুনরুত্থান সত্যের ব্যাপারে সকল আসমানী কিতাব একমত।

অনুভূতির দলীল: আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে দুনিয়াতেই মৃতকে জীবিত করে দেখিয়েছেন। সূরা আল বাক্বারাতে এ ব্যাপারে পাঁচটি দৃষ্টান্ত রয়েছে:

প্রথমটি আমরা উল্লেখ করছি, তা হলো যখন মূসা আলাইহিস সালাম এর জাতি তাকে বলেছিল: আল্লাহ তা'আলাকে স্পষ্টভাবে না দেখা পর্যন্ত আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দান করত পুনরায় জীবিত করেন। এ ক্ষেত্রেই আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেন:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة :٥٥-٥٦]

আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। *[সূরা আল্ বাক্বারা ২: ৫৫-৫৬]।*

অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো: ঐ নিহিত ব্যক্তি যার ব্যাপারে বানী ইসরাঈলরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটা গাভী জবাই করে তার কিছু অংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে প্রহার করতে বললেন, যাতে মৃত ব্যক্তি (জীবিত হয়ে) তার হত্যাকারী সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দেয়।

তৃতীয়টি হলো: ঐ সম্প্রদায়ের ঘটনা যারা মৃত্যু ভয়ে তাদের ঘর থেকে পলায়ন করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে পূণরায় জীবিত করেন।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত হলো: ঐ ব্যক্তির ঘটনা যে একটা মৃত গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে ঐ গ্রামের পূণরায় জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করল। তখন আল্লাহ্ তাকে একশত বৎসর মৃত রেখে আবার জীবিত করলেন।

পঞ্চমটি হলো: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পাখি জীবিত করার ঘটনা। *[বিস্তারিত দেখুন সূরা আল্ বাক্বারা ২: ৭৩, ২৪৩, ২৫৯, ২৬০]।*

পূনরুত্থান সম্ভবপর হওয়ার জ্ঞানগত দলীল দু'ভাগে বিভক্ত:

প্রথমটি হলো: আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন ও তার মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই প্রথমবার এগুলো সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি শুরুতেই এসব কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি পুনরায় তা সৃষ্টি করতে অক্ষম নন। বরং তার জন্য তখন এটা আরও সহজ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم : ٢٧]

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা তার জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তারই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় *[সূরা আর্ রূম ৩০:২৭]।*

হাড্ডি ক্ষয় প্রাপ্ত ও পচে যাওয়ার পর তা পূনরায় জীবিত করাকে যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়ে বলেছেন:

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس : ٧٩]

বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত *[সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৯]।*

দ্বিতীয়টি হলো: যমীন মৃত ও শুষ্ক হয়ে তাতে কোন সবুজ ঘাস, গাছ-পালা থাকে না। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে তা জীবিত

হয়ে সবুজ আকার ধারণ করত আন্দোলিত হয়ে উঠে এবং তাতে সকল প্রকার সুন্দর উদ্ভিদ গজায়।

যিনি যমীনকে মরে যাওয়ার পর জীবিত করতে সক্ষম তিনি অন্য সকল মৃতকেও জীবিত করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق : ٩-١١]

আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়।এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর,বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে *[সূরা আল্ ক্বাফ ৫০: ৯-১১]।*

প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই জানেন যে, যিনি বড় জিনিষ করতে সক্ষম তিনি তার চেয়ে ছোট জিনিস করতে অধিক সক্ষম।

আসমান-যমীন এত বড়, প্রশস্ত এবং তার সৃষ্টি বৈচিত্রময় হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহই আসমান যমীনকে পূর্ব নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। ফলে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, হাড্ডি পচে যাওয়ার পরও তা থেকে পুণরায় মানুষ সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس :٨١]

যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, (সক্ষম) এবং তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ *[সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮১]।*

হাশরের ময়দানে উপস্থিতি, হিসাব গ্রহণ এবং কিতাব পাঠ

চ। হাশরের ময়দানে উপস্থিতি, হিসাব গ্রহণ এবং কিতাব পাঠ:

আমরা উপস্থিতি বা আমলনামা পেশে বিশ্বাসী, মানুষদেরকে তাদের রবের সামনে (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٥) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (١٦) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (١٧) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة : ١٥- ١٨]

সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে।এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না *[সূরা আল্ হাক্কাহ্ ৬৯:১৫-১৮]*।

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف : ٤٨]

তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে: তোমরা আমার কাছে এসে গেছো; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না *[সূরা আল্ কাহাফ ১৮: ৪৮]*।

আমরা হিসাবে বিশ্বাসী, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জীবের হিসাব নিবেন, মুমিন বান্দার হিসাব আল্লাহ তা'আলা আলাদা করে নিবেন।

ক্বুরআন হাদীছের বর্ণনা মতে মুমিনগণ তাদের গুণাহের কথা স্বীকার করবেন। কিন্তু কাফিরদের ভালোমন্দ ওজন করে হিসাব নেওয়া হবে না। কারণ, তাদের কোন ভালো কাজ থাকবে না। তবে তাদের আমলগুলো গণনা করে তাদেরকে তার উপর দাঁড় করানো হবে এবং তারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۞ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ [الإنشقاق : ٦- ١٥]

হে মানুষ, তোমাকে তোমরা পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে,এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে,এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না।কেন যাবে না? (অবশ্যই সে আল্লাহর নিকটে ফিরে যাবে) তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন *[সূরা আল্ ইনশিক্বাক্ব ৮৪: ৬-১৫]*।

আ'য়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ﴾ (صحيح البخاري–٦٥٣٧)

ক্বিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে সে ধ্বংস হবে। আ'য়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

যার ডান হাতে তার আমলনামা দেওয়া হবে তার খুব সহজ হিসাব নেওয়া হবে *[সূরা আল্ ইনশিক্বাক্ব ৮৪:৭-৮]*।

তখন তিনি বললেন: এটা কেবল পেশ বা উপস্থিত করা। আর ক্বিয়ামত দিবসে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব ভোগ করতেই হবে।[৩৪]

আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষকে ক্বিয়ামত দিবসে তার আমলনামা দেওয়া হবে। যখন মুমিন তার আমলনামায় তাওহীদ ও সৎআমল দেখবে তখন সে খুব খুশী হবে এবং তা মানুষের মাঝে প্রচার করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ۞ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة : ١٩- ٢٤]

অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ।আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে।তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে *[সূরা আল্ হাক্কাহ্ ৬৯:১৯-২৪]*।

কিন্তু কাফির, মুনাফিক্ব এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে পিছন দিক দিয়ে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। তখন কাফিররা আফসোস করত ধ্বংস, মৃত্যু ও বড় বিষয়গুলিকে ডাকবে এবং স্মরণ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۞ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۞ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾

যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: হায় আমায় যদি আমার আমল নামা না দেয়া হতো।আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব!হায়! আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত।আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে: ধর একে

৩৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৩৭।

গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও, অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। *[সূরা আল্ হাক্কাহ্ ৬৯: ২৫-৩১]।*

[الميزان والصراط]
মীযান বা দাঁড়ি পাল্লা ও পুলছ্বিরাত

ছ। মীযান বা দাঁড়ি পাল্লা ও পুলছ্বিরাতঃ আমরা ক্বিয়ামতের ময়দানে মীযান বা দাঁড়ি পাল্লায় বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলাবলেন,

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء : ٤٧]

আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট *[সূরা আল্ আম্বিয়া ২১: ৪৭]।*

রসূলছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ প্রমাণ করে, যে দাঁড়ি পাল্লায় আমল ওজন করা হবে তার দু'টি পাল্লা থাকবে যা অনুভব করা এবং দেখা যাবে। হিসাব শেষ হওয়ার পরে আমলসমূহ ওজন করা হবে। কেননা হিসাব হবে বান্দা কর্তৃক নিজ আমলের স্বীকারোক্তির জন্য আর ওজন হবে তার পরিমাণ প্রকাশের জন্য যাতে সে অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতিদান দেওয়া হয়।

আমরা পুলছ্বিরাতে বিশ্বাস করি, আর তা হলো জান্নাতে যাওয়ার পথে জাহান্নামের উপর স্থাপিত ব্রীজ। প্রত্যেক মানুষ নিজ আমল অনুযায়ী এই ব্রীজের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। মানুষের মধ্যে কেউ চোখের পলকে তা অতিক্রম করবে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মত, কেউ উটের আরোহীর মত, কেউ স্বাভাবিক গতিতে, কেউ হেঁটে, কেউ নিতম্বের উপর ভরকরে তা অতিক্রম করবে। আবার পুলছ্বিরাতের বাঁকা আঁকড়া (বাঁকা পেরেক তথা হুঁক) কাউকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

উল্লেখ্য পুলছ্বিরাতের উপর লোহার বাঁকা আঁকড়া থাকবে যাতে মানুষেরা নিজেদের আমল অনুযায়ী বিদ্ধ হবে, আর যারা পুলছ্বিরাত পার হতে সক্ষম হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। জানা আবশ্যক যে ব্যক্তি আল্লাহর সোজা পথ দীন ইসলামের উপর এ দুনিয়ায় অবিচল থাকবে সে ব্যক্তি পরকালে অনায়াসে পুলছ্বিরাত পার হতে সক্ষম হবে। আর যারা এ দুনিয়াতে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে তারা পরকালে পূলসিরাত পার হতে পারবে না। ক্বিয়ামতের দিন পুলছ্বিরাতের নিকটে মুনাফিক্বরা মুমিনদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, মুনাফিক্বরা পিছনে পড়ে যাবে, মুমিনগণ আগে যাবে এবং উভয়ের মাঝে একটা প্রাচীরের মাধ্যমে বাধার সৃষ্টি করা হবে ফলে মুনাফিক্বরা মুমিনদের নিকট পৌঁছতে পারবে না।

[الجنة والنار]

জান্নাত ও জাহান্নাম

জ। জান্নাত ও জাহান্নামঃ আল্লাহ্ কর্তৃক মুমিনদের জন্য প্রস্তুত রাখা জান্নাত এবং কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা জাহান্নামে আমরা বিশ্বাসী। অতএব, জান্নাত জাহান্নাম উভয়টি সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। জাহান্নাম আল্লাহর শত্রুদের এবং জান্নাত তার বন্ধুদের বাসস্থান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۞ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٤-٢٥]

আর যদি তা না পারো-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও

পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। আর হে নাবী, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশ্তের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে *[সূরা আল্ বাক্বারা ২:২৪-২৫]।*

পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে জান্নাত জাহান্নাম এবং শান্তি ও শাস্তির আলোচনা এসেছে। যখনি জান্নাতের আলোচনা এসেছে তার সাথে জাহান্নামের আলোচনা করা হয়েছে, এর বিপরীতটিও হয়েছে। কখনও জান্নাতের আগ্রহ দেখিয়ে সে পথে আহ্বান করা হয়েছে, কখনও জাহান্নামের প্রতি অনিহা প্রকাশ করে তা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। কখনও আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুদের জন্য জান্নাতে কি নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন সে সংবাদ দিয়েছেন। অপর দিকে তাঁর শত্রুদের জন্য জাহান্নামে যে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি জমা করে রেখেছেন তার সংবাদ দিয়েছেন। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্ট ও বর্তমানে তা বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন,

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران : ١٣٣]

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাক্বীনদের জন্য *[সূরা আলি ইমরান ৩:১৩৩]।* জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة : ٢٤]

তাহলে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য *[সূরা আল্ বাক্বারা ২:২৪]।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

﴿إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ﴾ (صحيح البخاري– ٣٢٤٠]

যখন তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করে তখন সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে নিজ বাসস্থান পেশ করা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি জান্নাতী হয় তবে জান্নাতীদের বাসস্থান। আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামীদের বাসস্থান সকাল সন্ধ্যায় তার নিকটে পেশ করা হয়।[৩৫]

জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্ট ও বর্তমানে বিদ্যমানতার পক্ষে কুরআন হাদীছের অনেক দলীল রয়েছে। তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ঐকমত্য হয়েছেন যে জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্ট এবং বর্তমানে প্রস্তুতকৃত। আমরা বিশ্বাস করি জান্নাত-জাহান্নাম পূরাতন, নষ্ট এবং ধ্বংস হবে না। কুরআন হাদীছের দলীল তার প্রমাণ বহন করে।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ব্যাপারে বলেন,

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ [الرعد : ٣٥]

পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফিরদের প্রতিফল অগ্নি *[সূরা আর রা'দ ১৩: ৩৫]*।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ﴾ (صحيح مسلم-٢٨٣٦)

যে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে নিয়ামতে থাকবে, দূঃখ কষ্ট নিরাশা তাকে স্পর্শ করবে না। তাদের কাপড় পূরাতন হবে না এবং তার যৌবন নষ্ট হবে না।[৩৬]

অপর বর্ণনাতে পাওয়া যায় তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে এবং মৃত্যু বরণ করবে না। জাহান্নামের স্থায়ী হওয়া ও ধ্বংস না হওয়ার দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী,

﴿يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾المائدة: ٣٧

৩৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩২৪০।
৩৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৩৬।

তারা (জাহান্নামীরা) জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে *[সূরা আল্ মায়িদা ৫: ৩৭]*।

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ [فاطر : ٣٦]

আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি *[সূরা আল্ ফাত্বির ৩৫:৩৬]*।

হে আল্লাহ তা'আলা আমরা তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত এবং এ দু'য়ের নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি। আপনার রাগ ও জাহান্নাম এবং এ দু'য়ের নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ হতে আপনার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। আমীন।

তাক্বদীরের (ভাগ্যের ভালো মন্দের) প্রতি বিশ্বাস [الإيمان بالقدر]

[معنى الإيمان بالقدر]
তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ

ক। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে সকল ভালো-মন্দ আল্লাহর ফয়সালা ও পরিমাপ অনুযায়ী হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হয় না, তাঁর ইচ্ছা হতে কোন কিছু বেরিয়ে যেতে পারে না। আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীর বা ফয়সালা হতে কোন কিছুই বেরিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা এর ব্যবস্থাপনাতেই দুনিয়ার সবকিছু হয়।

নির্ধারিত তাক্বদীর ও লওহে মাহ্ফুযে লিপিবদ্ধ ফয়সালা ও ভাগ্য কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্ম, বাধ্যতা ও অবাধ্যতার সৃষ্টিকারী। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ বান্দাদেরকে আদেশ ও নিষেধ করেছেন, নিজেদের কাজের স্বাধীনতা দিয়েছেন, বাধ্য করেননি। বরং তাক্বদীর বান্দার শক্তি ও ইচ্ছানুযায়ী বাস্তবায়িত হবে, আল্লাহ তাদের এবং তাদের শক্তির সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহ তা'আলা নিজের রহমতে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন, যাকে ইচ্ছা নিজের হিকমতে বিপথগামী করেন। তিনি যা করেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু বান্দা নিজ কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। তাক্বদীর বা আল্লাহর ফয়সালার প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতমরুকন।

যেমন ঈমান সম্পর্কে জিবরীল আলাইহিস সালাম এর প্রশ্নের উত্তরে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾ (صحيح مسلم-٨)

ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশ্‌তা, আসমানী কিতাবসমূহ, রসূলগণ আলাইহিমুস্‌ সালাম, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।[৩৭]

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপর হাদীছে বলেন,

لَوْ أَنَّ اللّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا قَبِلَهُ اللّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ (مسند أحمد-٢١٦١١]

আল্লাহ তা'আলা যদি আসমান-জমীন বাসীকে শাস্তি দেন তবে অত্যাচারী না হয়েই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবেন। আর তিনি তাদেরকে দয়া করলে তার রহমত বান্দার আমল থেকে উত্তম হবে। যদি তোমার ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে, আর তুমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় কর; তবে তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তোমার সে দান গ্রহণ করবেন না। জেনে রেখো, তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে তা থেকে বাঁচার কোন উপায় নাই। আর যা তোমার ভাগ্যে ঘটেনি তা তোমার পাওয়ার নাই। তুমি এ বিশ্বাস ছাড়া ইন্তিকাল করলে জাহান্নামে যাবে।[৩৮]

ক্বদ্‌র বা তাক্বদীর হলোঃ আল্লাহর হিকমত ও পূর্ব জ্ঞানানুযায়ী নির্ধারিত বিশ্ববাসীর তাক্বদীর বা ভাগ্যের ভালোমন্দ।

---

৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/৮

৩৮. গ্রহণযোগ্য সনদ: মুসনাদে আহমাদ ২১৬১১

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের স্তরসমূহ

খ। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের স্তরসমূহ: তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথম: এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত জানেন। আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিজীব সম্পর্কে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। তিনি বান্দার সৃষ্টির পূর্বেই তাদের রিযিক্ব, জীবনের নির্ধারিত সময়, কথা-কাজ, তাদের চলা-ফেরা, গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব বিষয়, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী তা অবগত আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر : ٢٢]

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা *[সূরা আল্ হাশ্‌র ৫৯: ২২]।*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত *[সূরা আত ত্বলাক্ব ৬৫: ১২]।*

দ্বিতীয়: এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর পূর্ব জ্ঞানানুযায়ী পৃথিবীতে যা কিছু ঘটবে তা তিনি লওহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد : ٢٢]

পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ *[সূরা আল্ হাদীদ ৫৭:২২]।*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

﴿كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾(صحيح مسلم-٢٦٥٣]

আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মাখলুক্ব বা সৃষ্টিজীবের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন আরশ পানির উপর ছিল।[৩৯]

তৃতীয় বিষয়: আল্লাহর অনিবার্য (যা বাস্তবায়িত হবেই) ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস রাখা যা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। আল্লাহর শক্তিকে কেউ অপারগ করতে সক্ষম নয়। সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাসমূহ আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছানুযায়ী হয়। আল্লাহ তা'আলা যা চান তা সংঘটিত হয়, যা চান না তা সংঘটিত হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان : ٣٠]

আল্লাহ্র অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় *[সূরা আদ-দাহ্র ৭৬: ৩০]*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন। *[সূরা ইবরাহীম ১৪: ২৭]।*

চতুর্থ বিষয়: আল্লাহ তা'আলা একাই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু মাখলুক্ব বা সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد : ١٦]

আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী *[সূরা আর্ রা'দ ১৩:১৬]।*

৩৯. ছ্বহীহ্ মুসলিম হা/২৬৫৩

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان : ٢]

তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করার পর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিত ভাবে। *[সূরা আল্ ফুরক্বান ২৫:২]।*

এটা জানা আবশ্যক যে সৃষ্টিকুল সৃষ্টির আগে তাদের ভাগ্যের ভালো মন্দ জানা মহান আল্লাহর অসীম শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মেই চলছে। তার তা'আলা ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবেই। বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীন, তিনি তাদের জন্য যা চান তা হয়, আর যা চাননা তা হয় না। তেমনি জানা আবশ্যক তাক্বদীর মূলত বান্দার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর গোপনীয় বিষয়, কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা প্রেরীত রসূল তা জানেন না।

মুমিন তার পালনকর্তাকে পরিপূর্ণ গুণে গুনান্বিত করে, তাই সে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার একটা হিকমত আছে। যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর হিক্মত জানতে না পারে তবে সকল কিছু ব্যপ্তকারী আল্লাহর জ্ঞানের সামনে নিজের জ্ঞানের সল্পতা বুঝতে পারে। ফলে মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহর উপর বাদানুবাদ করে না। আল্লাহ তা'আলা তার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না কিন্তু মানুষ নিজেদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

আল্লাহর আদেশকৃত কাজ ত্যাগে ভাগ্যের দোহাই দেয়া

গ। আল্লাহর আদেশকৃত কাজ ত্যাগে ভাগ্যের দোহাই দেয়াঃ আমরা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে গুণাবলী বর্ণনা করেছি তা বান্দার ইচ্ছা ও সামর্থ্যের আওতাধীন কাজে তার চাহিদার পরিপন্থি নয়। কেননা, শরী'আত ও বাস্তবতায় তা প্রমাণিত বিষয়। শরী'আতের দলীল, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছার ব্যাপারে বলেনঃ

﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا﴾ [النبأ : ٣٩]

এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক *[সূরা আন-নাবা ৭৮: ৩৯]।*

শক্তি বা সামর্থ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না। সে ভালো যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে *[সূরা আল-বাক্বারা ২: ২৮৬]।*

বাস্তবতার দলীল হলোঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে যে তার নিজস্ব একটা ইচ্ছা ও শক্তি আছে যার মাধ্যমে সে কোন কাজ করে বা ছেড়ে দেয়। স্বেচ্ছায় (যেমন হাঁটা বা চলা-ফেরা করা) এবং অনিচ্ছায় যা হয় (যেমন, কাঁপা বা শিহরিত হয়ে উঠা) সে তার মাঝে পার্থ্যক্য করতে পারে। তবে বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির আওতাধীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾ [الإنسان-٣٠]

আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় *[সূরা আল-ইনসান (দাহ্‌র) ৭৬:৩০]।*

তাছাড়া সারা বিশ্বের মালিকানা আল্লাহর হাতে সেহেতু তাঁর রাজত্বে তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞান ব্যতীত কোন কিছুই হয় না। আল্লাহর আদিষ্ট কাজ পরিত্যাগ

বা নিষেধকৃত কাজ করার ক্ষেত্রে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস দিয়ে বান্দার দলীল পেশের কোন সুযোগ নাই। অতএব, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে ভাগ্যের দোহায় দেয় তার এ দলীল কয়েকভাবে বাতিল বলে গণ্য।

প্রথমত: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

জান্নাত ও জাহান্নামে তোমাদের সকলের স্থান লিখা আছে। সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা কি আমাদের ঐ লিখার উপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দিব না? তিনি বললেন: তোমরা আমল কর, কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে কাজই সহজ করে দেওয়া হবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪০]

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ্ বান্দাকে আদেশ ও নিষেধ করেছেন, আর সে যা পালন করতে সক্ষম তারই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তোমরা আল্লাহকে ভয় কর *[সূরা আত্-তাগাবুন ৬৪:১৬]*।

যদি বান্দাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হতো তবে তার সাধ্যের বাইরে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হতো যা করা ছাড়া তার কোন উপায় থাকতো না। অথচ এমনটি সম্পূর্ণ বাতিল। এ জন্যই জ্ঞানের স্বল্পতা, ভুল বা জোর পূর্বক বান্দার মাধ্যমে কোন অপরাধ হলে তার কোন গুণাহ হবে না। কেননা তার ওজর রয়েছে।

তৃতীয়ত: আল্লাহর লিখিত তাক্বদীর বা ভাগ্য গোপনীয় বিষয় বাস্তবায়ীত না হওয়া পর্যন্ত তা জানা যায় না। বান্দা কোন কাজ করার পূর্বেই ইচ্ছা করে থাকে অতএব, বান্দা কর্তৃক কোন কাজের ইচ্ছা করা আল্লাহর লিখিত ভাগ্য লিপির উপর ভিত্তি করে নয়। এমতাবস্থায় তাক্বদীরের মাধ্যমে বান্দার দলীল পেশ করা বাতিল বলে গণ্য। কেননা কোন ব্যক্তি যা জানে না তা ঐ ব্যক্তির জন্য দলীল হতে পারে না।

---

৪০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯৪৯।

অবাধ্য ব্যক্তি প্রতিবাদ করে যদি বলে, এ পাপ আমার ভাগ্যে লিখা ছিল। তাকে বলা হবেঃ তুমি পাপ করার পূর্বে আল্লাহর ইল্‌ম সম্পর্কে কে তোমাকে অবহিত করল? যেহেতু তুমি (আল্লাহর ইলম) জানো না এবং তোমাকে ইচ্ছা ও শক্তি দেওয়া হয়েছে, তোমার সামনে ভালোমন্দ উভয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, এমতাবস্থায় তুমিই পাপের পছন্দকারী বা ইচ্ছাকারী। তুমি পাপকে সওয়াবের কাজের উপর প্রাধান্য দিয়েছো, অতএব, তোমাকেই তোমার পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

চতুর্থতঃ ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করে বা পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে তাক্বদীরের অজুহাত দানকারী ব্যক্তির উপর কেউ আক্রমন করে তার সম্পদ হরণ করে, অথবা তার ইজ্জত হানী করে তাক্বদীরের দোহায় দিয়ে যদি বলে আমাকে দোষারোপ করিও না।

কেননা তোমার উপর আমার আক্রমন তাক্বদীরের অন্তর্ভূক্ত তবে ঐ ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে না। আশ্চর্যের ব্যাপার কিভাবে অন্য কেউ তার উপর আক্রমন করলে তাক্বদীরের দলীল সে গ্রহণ করছে না, অথচ আল্লাহর অবাধ্যতা ও তার উপর বাড়াবাড়ির ব্যাপারে নিজের ক্ষেত্রে সেই তাক্বদীরেরই দলীল দিচ্ছে!

[آثار الإيمان بالقدر]

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব

ঘ। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব: আক্বীদাহ বা বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। এটা ঈমানের অন্যতম রুকন তথা স্তম্ভ, যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। মানুষের জীবনে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার বেশ কিছু প্রভাব রয়েছে।

নিচে কিছু প্রভাব উল্লেখ করা হলো:

১। তাক্বদীর অন্যতম মূখ্য কারণ যা ব্যক্তিকে দুনিয়াবী জীবনে পূর্ণোদ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিজনক কাজ করার প্রতি আহ্বান করে। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মু'মিনের কাজ করা ও বড় কর্মসমূহে বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাওয়ার পথে শক্তিশালী উৎসাহদানকারী বিষয়। মুমিনদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করার সাথে সাথে উপকরণ গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আর তারা এ বিশ্বাসেরও আদিষ্ট হয়েছেন যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত উপকরণ বা মাধ্যম কোন ফল দিতে পারে না। কেননা, আল্লাহই উপকরণ ও ফলা-ফল সৃষ্টি করেছেন।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ﴾ (صحيح مسلم-٢٦٦٤]

শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকটে দুর্বল মুমিন থেকে ভালো এবং প্রিয়। প্রত্যেকের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে, তোমারা উপকারী বিষয়ে আগ্রহ পোষণ কর। আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর, কখনো দুর্বল হবে না বা নিজেকে দুর্বল মনে করবে না। তোমার কোন কিছু হলে (যেমন বিপদ বা উদ্দিষ্ট বস্তু না পাওয়া) এ কথা বলিওনা যে আমি যদি এমন করতাম তবে এমন হতো। তবে

বলো আল্লাহ এটাই নির্ধারণ করেছিলেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন, কেননা লাও বা যদি শব্দটি শয়তানের কর্ম খুলে দেয়।[৪১]

জিহাদের মাধ্যমে মুসলিমগণ যখন কোন স্থানের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করতে চেয়েছেন, তখন তারা জিহাদের সকল উপকরণ অবলম্বন করেছেন, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। তারা এমনটি বলেননি যে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বিজয় এবং কাফিরদের পরাজয় লিখে রেখেছেন। তাই আমাদের প্রস্তুতি, জিহাদ, ধৈর্য্য এবং যুদ্ধের ময়দানে যাবার প্রয়োজন নেই (এমন কথা তারা বলেননি)। বরং এসব কিছুই তারা করেছেন ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সহযোগীতা করত বিজয়ী করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামকে মর্যাদা দিয়েছেন।

২। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের ক্বদর বা মর্যাদার পরিধি জানতে পারবে। ফলে সে কখনো অহংকার, অহমিকা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে না। কেননা সে তার ভাগ্য ও ভবিষ্যতে কি হবে তা জানতে অপারগ। সুতরাং মানুষ তার অপারগতা এবং আল্লাহর নিকটে সার্বক্ষণিক স্বীয় প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করাই আবশ্যক।

মানুষ যখন কল্যাণে থাকে তখন অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা করে ঐ কল্যাণ নিয়ে ধোকায় থাকে। যখন তার অকল্যাণ হয় তখন সে অস্থির ও চিন্তিত হয়ে উঠে। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসই ভালো অবস্থায় মানুষকে অহঙ্কার, দাম্ভিকতা এবং খারাপ অবস্থায় চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে পারে। তখন সে বিশ্বাস করে যা সংঘটিত হয়েছে তা ভাগ্যের লিখনের কারণেই হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা ঐ কর্ম সম্পাদন হওয়ার পূর্বেই জানেন। পূর্ববর্তী কোন এক মনিষী বলেন,

﴿من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه﴾

যে ব্যক্তি তাক্বদীরে বিশ্বাস করে না সে তার জীবন নিয়ে শান্তি পায় না।

৩। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা যা মুমিনদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করে তা নির্মূল করে। যেমনঃ হিংসা বিদ্বেষের মতো নোংরা অভ্যাস। আল্লাহ কাউকে যে নিয়ামত দিয়েছেন মুমিন সে ব্যাপারে মানুষের প্রতি বিদ্বেষ রাখে না। কেননা, আল্লাহই তাদেরকে রিযিক্ব দিয়েছেন

---

৪১. ছ্বহীহ্ মুসলিম হা/২৬৬৪।

এবং ঐ সকল নিয়ামত তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সে জানে যখন সে অন্যের হিংসা করবে তখন সে তাক্বদীরের উপরই আপত্তি ও প্রতিবাদ করল।

৪। তাক্বদীরে বিশ্বাস কঠিনতার মুক্বাবিলায় অন্তরে সাহস যোগায়, অঙ্গিকারকে শক্তিশালী করে। ফলে মুমিন জিহাদের ময়দানে দৃঢ় থাকে এবং মৃত্যুকে ভয় করে না, কেননা, সে দৃঢ় বিশ্বাস করে মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত যা সামান্য আগে পরে হয় না।

যখন মুমিনদের অন্তরে এ বিশ্বাস গেঁথে গিয়েছিল তখন তারা জিহাদে ও তা চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাই শত্রুর শক্তি ও সংখ্যা যাই হোক না কেন মুজাহিদগণ জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কেননা, তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ভাগ্যে যা লিখা আছে তাই ঘটবেই।

৫। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস মু'মিনের অন্তরে ঈমানের বিভিন্ন বাস্তবতার চারা রোপন করে। তাই সে সব সময় আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা, তাঁর উপর ভরসা এবং তাওয়াক্কুল করে। সাথে সাথে এজন্য উপকরণ অবলম্বন করে। মুমিন সব সময় আল্লাহর নিকটে ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য সহযোগীতা চাই, সে নিজেও দানশীল হয় এবং অন্য মানুষকে দান-দয়া করতে ভালোবাসে। তাই তো দেখা যায় সে অন্যের প্রতি সদয় হয়ে তাদের প্রতি কল্যাণের হাত বাড়িয়ে দেয়।

৬। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব হলো আল্লাহর পথে আহ্বানকারী নির্দিধায় দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যায়। অত্যাচারী ও কাফিরদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়। আল্লাহর পথে কাজ করতে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না।

৭। মানুষের সামনে ঈমানের বাস্তবতা ও চাহিদা তুলে ধরেন। তেমনি তিনি মানুষের সামনে কুফরি ও নিফাক্বী বা কপটতার আসল রূপ বর্ণনা করত তা থেকে মানুষদেরকে সতর্ক করেন। বাতিল ও তার নকল বা মিথ্যার দিক উম্মোচন করেন। অত্যাচারীদের সামনে সত্য কথা (ইসলামের দাওয়াত) বলেন। কারণ, মুমিন এসকল কিছু করেন দৃঢ় ঈমান, আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা রেখে, এ পথে যে কষ্ট হবে তাতে তিনি ধৈর্য্য ধারণ করেন।

কারণ তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী যে মৃত্যু ও রিযিক্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। বান্দার শক্তি ও সহযোগী যতই বেশী হোক না কেন তারা ঐ সবের সামান্য কিছুর মালিকানা রাখে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার, সকল সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সঠিকভাবে তাদের অনুসরণকারীদের উপর সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা

-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য:৪০ টাকা]

৩. উসূলুস সুন্নাহ

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৫. লুম‘আতুল ই‘তিক্বদ

-ইবনে কুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৭. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৮. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৯. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১০. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১১. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১২. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৩. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৪. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৫. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৭. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৮. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৯. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৩. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৪. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৫. এক নজরে ছ্বলাত

-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৬. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৭. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৮. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৯. মুহাম্মাদ (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩১. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৫. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৬. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৭. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৮. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

১০. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১১. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১২. আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]